শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অর্চ্চন-দীপিকা

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিয়ামক প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের
অনুসৃতধারায়

সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক গোস্বামী মহারাজ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট-এর পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

সপ্তম সংস্করণ ঃ—
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি
৩০ গোবিন্দ, ৫২৯ শ্রীগৌরাব্দ;
৯ চৈত্র, ১৪২২ (বঙ্গাব্দ);
বুধবার, (ইং ২৩।৩।২০১৬)

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঃ।
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**, চৌমাথা, চুঁচুঁড়া (হুগলী)।
৩। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, শক্তিগড় (জলপাইগুড়ি)পোঃ শিলিগুড়ি।
৪। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৫। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ**, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৬। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ**, স্বর্গদ্বার, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।
৭। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ বাসুগাঁও (কোকরাঝাড়) আসাম।
৮। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
৯। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ**, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, (বর্দ্ধমান)।
১০। **শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ**, ১/১ নিমাইতীর্থ রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
১১। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, রংপুর, শিলচর-৯, (কাছাড়) আসাম।
১২। **শ্রীগোবিন্দজী গৌড়ীয় মঠ**, পাণ্ডু, গৌহাটী-১২ (আসাম)।

মুদ্রণে—
শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা প্রেস
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ, নদীয়া।

ভূমিকা

'শাস্ত্র বলেন,—"**সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ**"—যে মন্ত্রসকল গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত নহে, তাহা নিষ্ফল। ঐরূপ জপাদিদ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি সম্ভবপর হয় না। তজ্জন্য মঙ্গলময় ভগবান্ কলিজীবের প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদের জন্য সুষ্ঠু সাধন-ভজনপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কলিকালে চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতি, বিশেষতঃ শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়ানুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ-সনাতন-জীব-গোপালভট্ট-গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যবর্গের দ্বারা সাত্বত স্মৃতিসম্মত যে-সকল বিধি-ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহাই এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য।

শ্রীভগবানই বৈষ্ণবের একমাত্র উপাস্য। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব। সুতরাং বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ ও বিষ্ণুপূজনই বৈষ্ণবত্বের মূল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদিষ্ট হইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ নিখিলশাস্ত্রসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক শ্রীবৈষ্ণবের আচার-পদ্ধতি ও কৃত্যসমূহ যাহা নবনীতাকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য গ্রহণযোগ্য ও আস্বাদনীয়। চার বর্ণী ও আশ্রমী সকলেই বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজাপরায়ণ বৈষ্ণব হইতে পারেন, বিভিন্ন শাস্ত্রে ইহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

অদীক্ষিত ব্যক্তির সকল কর্ম্মানুষ্ঠানই নিরর্থক, বিষ্ণুদীক্ষার অভাবে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়ায় তাহার মুখ্য বৈষ্ণবত্ব প্রমাণিত হয় না। যথাবিধি দীক্ষাসংস্কার ও বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে বাস্তব বৈষ্ণবত্ব প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র দীক্ষা-পুরশ্চরণাদি কোন বিধিরই অপেক্ষা রাখেন না, অতএব দীক্ষা-গ্রহণাদির আবার প্রয়োজন কি? যেমন-তেমন করিয়া শ্রীভগবানের নাম করিলেই ত' হইল,—অনেকেই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। দীক্ষা-বিধানের দ্বারা জীবের সহিত শ্রীভগবানের বিশেষ সম্বন্ধ জন্মে, যাহার প্রভাবে ক্রমশঃ অবিদ্যাদি নাশ হয়। অনুপনীত ব্রাহ্মণকুমারের যেরূপ বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই,—উপনয়নেই সেরূপ অধিকার জন্মে, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির ভগবানের পূজাদিতে অধিকার নাই, দীক্ষা-গ্রহণের পরই উহা লাভ হয়। দীক্ষা- প্রভাবে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় এবং ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব দান করে। দীক্ষা-সংস্কার দিব্যজ্ঞান দান করে, অশেষ পাপরাশি ক্ষয় করে, তজ্জন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামকরণ করিয়াছেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেরূপ কাংস্য স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধানের দ্বারা মানব-মাত্রেরই দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং দীক্ষিত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। দীক্ষা হীনশক্তি

জীবের পাপ-তাপ দগ্ধ করিয়া তাহাকে নির্ম্মল ও সমুন্নত করে এবং প্রথমে সাত্ত্বিক ভাব আনয়ন করত পরে নির্গুণত্বে প্রতিষ্ঠিত করায়।

"**গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্**"—সৎসাম্প্রদায়িক আচারপরায়ণ সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে দীক্ষাগ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। গুরুই সাক্ষাৎ হরি-স্বরূপ এবং শ্রীহরিই জীবের গুরু; গুরু যাঁহার উপর সন্তুষ্ট, ভগবানও তাঁহার উপর সন্তুষ্ট। শ্রীভগবান্ রুষ্ট হইলে সদ্‌গুরু ত্রাতা, আর গুরু রুষ্ট হইলে শ্রীভগবানও তাঁহার উপর সন্তুষ্ট নহেন। গুরুকৃপাই আশ্রিতজনের একমাত্র ভরসা। শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুভেদে গুরুতত্ত্ব ত্রিবিধ। **গুরু, দেবতা ও মন্ত্র—এই তিন একতাৎপর্য্যপর। ইহাতে ভেদজ্ঞান থাকিলে সিদ্ধিলাভ কখনই সম্ভবপর নয়।** অতএব গুরুতত্ত্ব অবগত হইয়া শাস্ত্রোপদেশ-মত তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিলে ভববন্ধন অবশ্যই মোচন হইবে। সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে জীব পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারে।

সদ্‌গুরু-পদাশ্রিত দীক্ষিত ব্যক্তি—'শ্রীভগবানই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বারাধ্যতত্ত্ব' ইহা অবগত হন। চতুঃষষ্ঠী ভক্ত্যঙ্গ, নবধা ভক্তি ও পঞ্চাঙ্গ ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাঙ্গ শ্রেষ্ঠ। "**যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি-সংযোগেনৈব**"—বাক্যানুসারে এই কলিকালে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি জাড্য ও হৃদ্দৌর্ব্বল্য পরিহারের নিমিত্ত বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চনের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। তজ্জন্য অর্চ্চনকারী ভক্তগণের সুবিধার্থে এই "**অর্চ্চন-দীপিকা**"-গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। ইহাতে শৌক্র, সাবিত্র্য, ও দৈক্ষ্যজন্মের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই ভগবদর্চ্চনে অধিকারী এবং এই অর্চ্চন মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-সহযোগেই সুষ্ঠুতা ও পূর্ণতা লাভ করে, ইহাও শাস্ত্রীয় বিচার-যুক্তিমূলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবৎসেবা ব্যতীত জীবের জড়াসক্তি হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই। এইজন্য শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রাদি স্মৃতি-গ্রন্থ-অবলম্বনে শ্রীভগবানের পূজা বিহিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রাদি লাভ করত অর্চ্চন-প্রণালী অবগত হইয়া স্বীয় অভীষ্ট মূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা কর্ত্তব্য। বদ্ধজীবের চিত্ত চঞ্চল ও বালোচিত স্বভাব। আচার্য্যের অনুগ্রহ-ক্রমেই তাঁহার চিন্ময়-বিগ্রহে পূজ্যবুদ্ধির উদয় হয় এবং অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর পূজা-বিধান জানিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। যাহারা হরিসেবা-বিমুখ, তাহারাই অর্চ্চন-পথ পরিত্যাগ করিয়া ইতর-চেষ্টায় ব্যাপৃত হন। পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চকগণ ভক্তিযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। শ্রীভগবানের উপাসনা ব্যতীত অপর

সকল চেষ্টাই অশুচি। ভগবৎ- সম্বন্ধচ্যুত হইলে বহু দেবতার পূজা হইয়া যায়, তাহাতে শ্রীহরির অর্চ্চন হয় না।

কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত গৃহব্রত-সম্প্রদায় নানাবিধ কল্পিত পথে অর্চ্চনাদির আদর করেন না। জীবাত্মা জড়াহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সেবন-ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইলেই তাঁহার আরাধ্যবস্তু অর্চ্চারূপে প্রকাশিত হন। "**যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥**"—শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহাজন জানাইয়াছেন,—"নাম-ভজনের পূর্ব্বে অর্চ্চাবতারের সেবা করিয়া জীবের কনিষ্ঠাধিকার হইতে উন্নত হইয়া মধ্যমাধিকারে ভজনারম্ভ হয়। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত—উভয়ই ভগবদুপাসনার কথা বর্ণন করিয়াছেন। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—"**কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥**"

"কনিষ্ঠাধিকার থাকাকালে ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধির অবকাশ হয় না। বাসুদেবের অর্চ্চায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহিঃ-উপকরণদ্বারা সেবা করিতে করিতে চিন্ময় নাম ও মন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধিক্রমে প্রাকৃত বিচার শ্লথ হইতে থাকে। অর্চ্চা ব্যতীত ইতর প্রাকৃত বস্তুতে জীবের ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা, তজ্জন্য ভগবদর্থে অখিল চেষ্টাপর হইয়া যে প্রাথমিকী চেষ্টা, তাহাই ভক্তের প্রাকৃতাধিকারে ইতর বস্তু পরিহার করিয়া পূজ্যের সম্বর্দ্ধনে যত্ন। অর্চ্চকের অর্চ্চা ও অর্চ্চনই প্রধানভাবে লক্ষিতব্য বস্তু। অর্চ্চনাঙ্গে উন্নতিক্রমে ভজনাঙ্গ সাধিত হয়। ভজনে অর্চ্চনের প্রাথমিকতা না থাকিলেও উহা গৌরব-বিচারের বিরোধী নহে। অর্চ্চা-বিগ্রহ বাস্তব-বস্তুর অবতার বিশেষ। ভগবদ্ বৈভবসমূহ প্রপঞ্চে কালবিশেষে অবতীর্ণ হন, কিন্তু অন্তর্যামী ও অর্চ্চা-বিগ্রহ—সার্ব্বকালিকী সেবকপ্রীতির অধিগম্য। অর্চ্চন ও ভজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটী মর্য্যাদা-পথের অনুষ্ঠান, অপরটী নামাশ্রয়ে মর্য্যাদাপথের বহির্বিচারে শৈথিল্যজ্ঞাপক হইলেও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবনচেষ্টা।"

ভগবদর্চ্চন সদ্য চিত্তের প্রসন্নতা আনয়ন করে এবং ইহাই সর্ব্বাভীষ্ট লাভের হেতু। অর্চ্চন ব্যতীত বিষয়াকৃষ্ট ব্যক্তির অসৎসঙ্গ-ত্যাগাদি সম্ভব নহে। সাত্বতবিধিতে ভগবদর্চ্চন স্বয়ং শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং ব্রহ্মা-শিব-নারদ-ব্যাসপ্রমুখ ঋষিগণ ইহাকে সর্ব্ব বর্ণাশ্রমী ও স্ত্রী-শূদ্রাদিরও পরম নিঃশ্রেয়স্কর বলিয়াছেন। অর্চ্চন ত্রিবিধ—বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র। প্রতিমা, স্থণ্ডিল, অগ্নি, সূর্য্য, জল ও হৃদয়—এইসকল অর্চ্চনের আধার। শৈলী, দারুময়ী প্রভৃতি অষ্টবিধা প্রতিমা; তাহা চল ও অচলভেদে দ্বিবিধা। মন্ত্রাদির দ্বারা স্নান, সান্ধ্যোপাসনা, অর্চ্চার পরিমার্জ্জন, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান, অর্চ্চনের পাত্র ও দ্রব্যসম্ভারের

প্রোক্ষণ, পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনীয়-গন্ধ-ধূপ-দীপ-পুষ্প-নৈবেদ্যাদির অর্পণ, পার্ষদশক্তি গুরুবর্গের পূজা, মূলমন্ত্রের জপ, স্তোত্রাদি পাঠ, দণ্ডবৎ-প্রণাম, প্রার্থনা, নির্ম্মাল্যধারণ—এইসকল অর্চ্চনের অঙ্গ। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং যাত্রা-মহোৎসবাদিও ইহার অন্তর্গত। এইরূপে নিরপেক্ষ ভক্তিযোগে শ্রীহরির অর্চ্চন করিলে তাঁহার চরণে ভক্তিলাভ হয়।

শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত হন। অর্চ্চামূর্ত্তি অর্চ্চকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া তাঁহার মঙ্গলবিধান করেন। অর্চ্চার গঠন ও তাহার উপাদান লইয়া যাহারা অর্চ্চাকে ভোগ্যজ্ঞান করেন, তাহাদের ভগবদ্‌বিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা নাই জানিতে হইবে। ভগবদিতর ভোগ্যবস্তুজ্ঞানে যদি কেহ ভগবানের প্রতি অর্চ্চনের অভিনয় প্রদর্শন করেন, তবে তাহার শ্রদ্ধার অভাব প্রমাণিত হয়। বিশ্বাস-সহকারে ভগবন্মূর্ত্তির ষোড়োশপচারে সেবা-পূজা কর্ত্তব্য। নিষ্কপট গৃহস্থভক্তগণ উৎকৃষ্ট দ্রব্যের দ্বারাই ভগবানের সেবা করেন। প্রবল ভক্তির বশে **উন্নতাধিকারী ত্যক্তাশ্রমি-ভক্ত যথালব্ধ দ্রব্যদ্বারা ভাব-সেবাই করেন। ধনী গৃহস্থগণ যথাসাধ্য উত্তম পূজোপকরণদ্বারা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন ও তৎসম্বন্ধীয় উৎসবাদি করিবেন;** এ বিষয়ে কার্পণ্য করিলে বিত্তশাঠ্য দোষ হয় এবং ইহাতে সেবা-প্রবৃত্তি হ্রাস পায়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রায় অন্তিমে বলিয়াছেন,—

''কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।
লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ-মহাত্মনাম্॥''

ইহাতে সজ্জন ধনাঢ্য গৃহিগণের কর্ত্তব্য কৃত্যসমূহই প্রদর্শিত হইল; সর্ব্বত্যাগী উদাসীন মহাত্মাগণ সম্বন্ধে লিখিত হইল না।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, গ্রন্থ-সম্পাদকরূপে এই অকিঞ্চনের নাম ঘোষিত হইলেও বস্তুতঃ আমার সতীর্থদ্বয় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজের একান্ত আগ্রহ ও সেবা-প্রচেষ্টায় ইহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত হয়। ইতি—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-তিথি
২৫ শ্রীধর, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ,
৫ই ভাদ্র, ১৪০৬, ইং ২২।৮।১৯৯৯

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস—
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে 'অর্চ্চন-দীপিকা' বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য লইয়া সপ্তম সংস্করণ-রূপে প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে অর্চ্চন-সম্বন্ধে কোন কোন স্থানে ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত হওয়ায়, প্রাথমিক অর্চ্চকগণ তাহাতে একপ্রকার অসুবিধা বোধ করিতে থাকেন। বিশেষতঃ মন্ত্রের অর্থের অভাবে তাহাদের অসুবিধা বোধ ছিল তীব্র। এই সংস্করণে এইসকল অসুবিধা সাধ্যমত দূর করিবার যত্ন লওয়া হইয়াছে। অর্চ্চন-শিক্ষার্থীগণের সুবিধার জন্য একটী নক্সা দ্বারা অর্চ্চন উপকরণসমূহের সংস্থান বুঝানো হইয়াছে। আবার, সমগ্র বৎসরে শ্রীরাম-নবমী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা, শ্রীবামন-দ্বাদশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী, শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমী, শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী, শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতি তিথিতে যে বিশেষ পূজা, ধ্যান, প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, তাহা মন্ত্রার্থ-সহ একত্রে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি প্রভৃতি হইতে মূলতঃ তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অর্চ্চন-সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্বসমূহ সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা এই সংস্করণে কলেবর কিছু বর্দ্ধিত হইল। দুর্ম্মূল্যের বাজার হইলেও যাহাতে সকলের পক্ষে এই গ্রন্থ সহজে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহার জন্যও বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছে।

অর্চ্চন নববিধা-ভক্তির মধ্যে বিশেষ এক অঙ্গ। 'অর্চ্চাবতার' কিছু মায়িক বস্তু নহেন। তিনি নিত্য, তাঁহার অর্চ্চনও নিত্য। এই অর্চ্চনই উন্নতাধিকারে 'ভজন'রূপে পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং অর্চ্চন অতিক্রম করিয়া ভজনে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এই গ্রন্থ-অবলম্বনে সকলে অর্চ্চন সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা সহজে করিতে পারিবেন—এই বিশেষ আশা পোষণ করিতেছি। ইতি—

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি
৩০ গোবিন্দ, ৫২৯ শ্রীগৌরাব্দ;
৯ চৈত্র, ১৪২২ (বঙ্গাব্দ);
বুধবার, (ইং ২৩।৩।২০১৬)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস—
শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
মঙ্গলাচরণম্	১
জয়ধ্বনি	৫
শ্রীঅর্চ্চা ও অর্চ্চন	৬
পঞ্চাঙ্গ-অর্চ্চন	১০
নিত্যকৃত্য	১০
তিলকধারণ	১৩
আচমন	১৪
শ্রীভগবৎ প্রবোধন	১৫
মঙ্গলারাত্রিক বিধি	১৭
ভোগনিবেদন-প্রণালী	১৮
তুলসী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য	২০
পূর্ব্বাহ্ণ-কৃত্য	২২
ভুতশুদ্ধি	২৭
শ্রীগুরুপূজা	২৮
শ্রীগৌরাঙ্গ পুজা	৩২
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন	৩৬
অপরাধ ক্ষমাপণ-মন্ত্র	৪১
শ্রীতুলসীপূজা	৪৩
শ্রীনিত্যানন্দ-অর্চ্চন	৪৫
শ্রীঅদ্বৈত-অর্চ্চন	৪৫
শ্রীরামচন্দ্র-অর্চ্চন	৪৬
শ্রীনৃসিংহ-অর্চ্চন	৪৭
শ্রীবলদেব-অর্চ্চন	৪৯
শ্রীবামন-অর্চ্চন	৫০
শ্রীবরাহ-অর্চ্চন	৫১
শ্রীরাধিকা-অর্চ্চন	৫২
শ্রীগোবর্দ্ধন-অর্চ্চন	৫৩
মধ্যাহ্নভোগ ও আরাত্রিক	৫৪
ভগবানের শয়ন	৫৬
পঞ্চামৃত শোধন-মন্ত্র	৫৭
শ্রীপুরুষসূক্ত-মন্ত্রে ভগবৎপূজা	৫৮
বিশেষ জ্ঞতব্য	৬১
সেবাপরাধ	৬২
নামাপরাধ	৬৩
পরিশিষ্ট—অর্চ্চন-বিষয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্ব	৬৪-৭২

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অর্চ্চন-দীপিকা

মঙ্গলাচরণম্

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

শ্রীগুরু-প্রণামঃ

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রী গুরু-বন্দনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি-নামিনে॥
অতিমর্ত্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনামপ্রেম-দায়িনে॥
গৌরাশ্রয়-বিগ্রহায় কৃষ্ণকামৈক-চারিণে।
রূপানুগ-প্রবরায় বিনোদেতি-স্বরূপিণে॥
প্রভুপাদান্তরঙ্গায় সর্ব্বসদ্গুণশালিনে।
মায়াবাদ-তমোঘ্নায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ॥

শ্রীল-প্রভুপাদ-বন্দনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ॥

মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীন-তারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-হারিণে॥

শ্রীল-গৌরকিশোর-বন্দনা

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভ-রসাম্ভোধে পাদাম্বুজায়তে নমঃ॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-বন্দনা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

শ্রীল-জগন্নাথদাস-বন্দনা

গৌরাবির্ভাব-ভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জন-প্রিয়ঃ।
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

শ্রী-বামন-গোস্বামি-বন্দনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় শ্রীকেশবপ্রিয়াত্মনে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন ইতি নামিনে॥
কৃষ্ণবৈমুখ্য-সংসার-বিপদুদ্ধারি-বান্ধব।
নমস্তে জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্যাঙ্গ-প্রদায়িনে॥
শ্রীরূপানুগ-প্রজ্ঞান-ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্পুট!
গৌরকীর্ত্তন-নিষ্ণাত-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্ব-কার্ষ্ণ-গুণগ্রাম-দিব্যরত্নাঢ্য-মূর্ত্তয়ে।
গার্ন্ধবানুস্বরূপায় নমঃ কৃপামৃতাব্ধয়ে॥

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব-প্রণামঃ

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রণামঃ

সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য-রামঃ শরণং মমাস্তু॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণামঃ

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীবলদেব-প্রণামঃ

নমস্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল॥
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রণামঃ

হে কৃষ্ণ করুণা-সিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত! নমোঽস্তু তে॥

শ্রীরাধা-প্রণামঃ

তপ্ত-কাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি!
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

সম্বন্ধাধিদেব-প্রণামঃ

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দ-মতেগতী।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ॥

অভিধেয়াধিদেব-প্রণামঃ

দিব্যদ্-বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

প্রয়োজনাধিদেব-প্রণামঃ

শ্রীমান্ রাস-রসারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণু-স্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

শ্রীতুলসী-প্রণামঃ

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥
ভক্ত্যাবিহীনা অপরাধলক্ষৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি-তরঙ্গ-মধ্যে।
কৃপাময়ি! ত্বাং শরণং প্রপন্না বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥

শ্রীনৃসিংহ প্রণামঃ

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু-নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দ॥

মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

জয়ধ্বনি

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-শ্রীরাধাবিনোদ-বিহারী জীউ কী জয়।

[তৎপরে স্ব-স্ব শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক জয় দিতে হইবে।]

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমভাগবতপ্রবর শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।

জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ কী জয়।

জয় গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কী জয়।

জয় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কী জয়।

জয় শ্রীল নরোত্তম-শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দ-প্রভুত্রয় কী জয়।

জয় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কী জয়।

জয় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কী জয়।

জয় শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ ষড়্গোস্বামী প্রভু কী জয়।

জয় শ্রীস্বরূপদামোদর-রায়রামানন্দাদি শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দ কী জয়।

জয় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কী জয়।

প্রেমসে কহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর- শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ কী জয়। শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপধাম কী জয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গোপ-গোপী- গো-গোবর্দ্ধন দ্বাদশবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল কী জয়। শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-গঙ্গা-যমুনা-তুলসী-ভক্তিদেবী কি জয়। শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা জীউ কী জয়। শ্রীনৃসিংহ-বরাহদেব কী জয়। ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কী জয়। শ্রীবাসুদেববিপ্র-শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত কী জয়। চারিধাম কী জয়। চারি সম্প্রদায় কী জয়। চারি আচার্য্য কী জয়। যোগপীঠ-ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্য মঠ কী জয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কী জয়। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা-মঠসমূহ কী জয়। শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন কী জয়। অনন্তকোটী বৈষ্ণববৃন্দ কী জয়। শ্রীনিতাই-গৌরপ্রেমানন্দে হরি হরি বোল।

শ্রীঅর্চ্চা ও অর্চ্চন

শ্রীভগবান্ দুইরূপে নিত্য অবতীর্ণ—
অর্চ্চাবতার ও নামাবতার

পরম করুণাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া প্রপঞ্চে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ এবং শ্রীনাম—এই দুইরূপে নিত্য প্রকটিত আছেন। শ্রীভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহ তাঁহার নিত্যস্বরূপ হইতে অভিন্ন। তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হইয়াছে,—"**প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।**" অতএব শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চাবিগ্রহ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই। তবে অভিন্ন হইলেও ইঁহাদের মধ্যে লীলাবিলাসগত বৈচিত্র্য রহিয়াছে। অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টপ্রকার অর্চ্চাবিগ্রহের উল্লেখ দেখা যায়,—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥ (ভাঃ ১১।২৭।১২)

অর্থাৎ, প্রতিমা অষ্টপ্রকার বলিয়া কথিত হয়,—শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, লৌহী (সুবর্ণাদি ধাতুময়ী), লেপ্যা (মৃৎচন্দনাদিময়ী), লেখ্যা (চিত্রপটময়ী), বালুকাময়ী, মনোময়ী (মানস-পূজার জন্য মনদ্বারা যাহা চিন্তিত) ও মণিময়ী।

শ্রীবিগ্রহে কাঠ, পাথর বা পুতুল-বুদ্ধি মহা অপরাধজনক

শ্রীভগবদ্বিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধি অর্থাৎ পুত্তলিকাবুদ্ধি করা মহা অপরাধ। শ্রীবিগ্রহ পাথর, কাঠ বা কোন ধাতু হইতে নির্ম্মিত হইয়াছেন, পরে তাহাতে ভগবত্তা আরোপ করা হইয়াছে অথবা সেই প্রাকৃত মূর্ত্তিতে চিন্ময় ভগবত্তত্ত্ব আবির্ভূত হইয়াছেন বা সেই প্রাকৃত মূর্ত্তি চিন্ময় বস্তুতে পরিণত হইয়াছেন—এইরূপ নাস্তিকতাপূর্ণ বিচার নরকের হেতু। এইপ্রকার বিচারযুক্ত মনুষ্যকে নারকী বলা হইয়াছে, যথা—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সম-ধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহে কাঠ, প্রস্তরাদি-বুদ্ধি, ভগবৎপার্ষদ গুরুদেবকে মরণশীল মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলিমলনাশক শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের

চরণামৃতে সাধারণ জলবুদ্ধি, সকল পাপ ও অনর্থ-বিনাশক শ্রীবিষ্ণুর নাম ও মন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

কনিষ্ঠাধিকারে যাহা 'অর্চ্চন', উত্তমাধিকারে তাহা 'ভজন'

সম্ভ্রমজ্ঞানের সহিত পাঞ্চরাত্রিক-বিধানে বিবিধ উপচারে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের যে সেবা করা হয় তাহার নাম 'অর্চ্চন'। প্রাথমিক অবস্থায় কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ গোস্বামিবর্গের বা পরম ভাগবতগণের ভাবসেবার অন্তর্গত শ্রীবিগ্রহ-সেবা বাহ্যদৃষ্টিতে সমান দেখা গেলেও তাহা কখনও একবস্তু নহে। উহা প্রকৃতপক্ষে 'ভজন'-রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চনে সাধকের স্থূল-লিঙ্গশরীরে অহং-মম বুদ্ধি বিজড়িত থাকে। কিন্তু রাগমার্গীয় ভাবসেবার অন্তর্গত বিশুদ্ধাত্মার প্রপঞ্চাতীত অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সেবা-সম্বন্ধ থাকে।

অর্চ্চনের আবশ্যকতা

জীব মাত্রই স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস; কিন্তু ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-বশতঃ জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহারা অনাদিকাল হইতে জগতে উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে। তাহারা যতদিন ভগবদ্বহির্ম্মুখ থাকিবে, ততদিন তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে না এবং ততদিন মায়া-কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে। এইপ্রকার কোনও জীবের কোন ভাগ্যফলে সাধুসঙ্গ-বশে ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি বা শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখতা জন্মিলেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে। অতএব ভগবদ্ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—ইহা শ্রুতি-স্মৃতি, উপনিষৎ-পুরাণ এবং পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে[১] কীর্ত্তিত নববিধ ভক্ত্যঙ্গ, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু[২] এবং

১। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ (ভাঃ ৫।৭।২৩-২৪)

২। সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ সতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তিরঙ্ঘ্রি-সেবনে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।৮৯-৯০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে[৩] বর্ণিত ৫ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-মধ্যে 'অর্চ্চন'-রূপ ভক্ত্যঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন যুগধর্ম্ম, এবং শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন বা শ্রীনামভজনের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়, বা কৃষ্ণপ্রেম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, এমনকি তাহাতে মন্ত্রাদি দীক্ষারও বস্তুতঃ কোন আবশ্যকতা নাই, তথাপি স্বভাবতঃ স্থূল-লিঙ্গদেহাদি সংসর্গবশতঃ কদর্য্যস্বভাব এবং বিক্ষিপ্ত-চিত্তবিশিষ্ট মানবের ঐসকল বৃত্তির সঙ্কোচকরণের জন্য শ্রীনারদাদি মহাজনগণ পাঞ্চরাত্রিক-বিধানে দীক্ষা ও অর্চ্চনের কোন কোন স্থানে বিশেষ মর্য্যাদা বা বিধি স্থাপন করিয়াছেন। অধিকারি-বিশেষে ভক্ত দীক্ষা ও অর্চ্চনবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে প্রায়শ্চিত্তেরও বিধি পরিদৃষ্ট হয়। অতএব সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই কদর্য্যস্বভাব ও বিক্ষিপ্তচিত্ততা পরিহারের নিমিত্ত অধিকারি-বিশেষের জন্য শ্রীনাম-মন্ত্র-দীক্ষার পর অর্চ্চনের বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

শ্রীনামকীর্ত্তনই অর্চ্চনের প্রাণ

অর্চ্চনে শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রেরই প্রাধান্য আছে। শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনই অর্চ্চনের প্রাণ। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনরহিত অর্চ্চন ফলপ্রদ নহে। বস্তুতঃ কলিকালে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সহযোগ ব্যতীত কেবলমাত্র অর্চ্চনেরই নয়, যে কোনপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানই বিহিত নহে। অতএব ভগবানের প্রবোধন হইতে শয়ন-পুষ্পাঞ্জলি পর্য্যন্ত সকল অর্চ্চনাঙ্গের আদি-মধ্য-অন্তে শ্রীনাম-কীর্ত্তন অবশ্যই কর্ত্তব্য।

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অর্চ্চনে অধিকার

সদ্‌গুরুদ্বারা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর ও অন্ত্যজ ব্যক্তি স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই শ্রীশালগ্রামাদি শ্রীভগবৎ-বিগ্রহের অর্চ্চনে সাধুশাস্ত্র-সম্মত অধিকার আছে। অদীক্ষিত ব্যক্তির ইহাতে অধিকার নাই। সদ্‌গুরু-কর্ত্তৃক পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাদ্বারা পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয়—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত-সিদ্ধান্ত। এতাদৃশ দীক্ষিত ব্যক্তিই শ্রীবিষ্ণু-সেবাপূজার প্রকৃত অধিকারী। দীক্ষিত গৃহস্থমাত্রেরই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহে অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য; অন্যথা বিত্তশাঠ্য-দোষে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা।

৩। সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, **শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন**॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৪-১২৫)

স্মার্ত্তগণের অর্চ্চন ও শুদ্ধভক্তের অর্চ্চনে পার্থক্য

জপাঙ্গ-অর্চ্চন ও ভক্ত্যঙ্গ-অর্চ্চনভেদে অর্চ্চন দুই প্রকার। মন্ত্রসিদ্ধিকে উদ্দেশ্য করিয়া যে অর্চ্চন হয়, তাহা জপাঙ্গ-অর্চ্চন। এই জপাঙ্গ-অর্চ্চন কর্ম্মের অন্তর্গত ব্যাপার। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের অর্চ্চন—জপাঙ্গ-অর্চ্চন; উহা ভক্তির অঙ্গ নহে। ভগবৎপ্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তি-বৃদ্ধির জন্য প্রীতিপূর্ব্বক যে ভগবদর্চ্চন হয়, তাহা ভক্তির অঙ্গ এবং উহা সাক্ষাদ্ভগবৎ-সেবা। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তগণের অর্চ্চনই ভক্ত্যঙ্গ-অর্চ্চন। **নবধা ভক্তি বা পঞ্চধাভক্তির অন্তর্গত শ্রীভগবদর্চ্চনে জপাঙ্গের আবাহন, প্রাণায়াম, ন্যাস ও মুদ্রাদির প্রয়োগ বা ব্যবহার অনুচিত; কারণ শুদ্ধভক্তের শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং তিনি নিত্যকাল প্রকটিত আছেন।**

গৃহে অর্চ্চন ও দেবালয়ে অর্চ্চনের বৈশিষ্ট্য

উক্ত ভক্ত্যঙ্গ-অর্চ্চন দুইপ্রকার। গৃহস্থগণ নিজের গৃহে শ্রীশালগ্রাম অথবা শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলায় বা অন্যান্য ভগবানের শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিতে যে সেবা-পূজা করেন তাহা একপ্রকার এবং ভগবৎসেবা-প্রকাশার্থ মঠে বা আশ্রমে স্বতন্ত্র দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বা আধুনিক শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের সেবা দ্বিতীয় প্রকার। প্রথমটী সামর্থ্যানুসারে যথালব্ধ উপকরণদ্বারা সংক্ষেপে-সেবা এবং দ্বিতীয়টী রাজসেবা। রাজসেবায় নিত্যপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহার অন্যথায় প্রত্যবায় ঘটে এবং উহা ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যেই করা উচিত। নিম্নাধিকারিগণ উহা কর্ত্তব্যবোধে করেন। রাজসেবায় অর্চ্চন-বিধির বিবিধ কঠোরতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়। স্থান, কাল, পাত্রানুসারে নির্দ্ধারিত নিয়মের কঠোরতাগুলি নিষ্ঠার সহিত পালন করা কর্ত্তব্য।

অর্চ্চন সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য

গৃহত্যাগী এবং গৃহস্থগণ উভয়েই রাজসেবায় নিজ-পরিবারবর্গ, বৈষ্ণব ও অতিথি-অভ্যাগতাদির প্রয়োজনানুসারে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিবেদনীয় ভোগের মাত্রা অল্প বা অধিক করিতে পারেন। ব্রতোপবাস-দিনেও অন্ন-ভোগ নিবেদন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই দিনে ঐ নিবেদিতান্ন প্রসাদ গ্রহণ করা নিষেধ। তাহা পরবর্ত্তী দিনে গ্রহণ করিতে পারেন বা অন্যকেও দিতে পারেন। বিভিন্ন ঋতুতে তৎসময়োচিত সেবা এবং উৎপন্ন ফল ও অন্ন-ব্যঞ্জনাদি শ্রীভগবানকে নিবেদন করা উচিত। সেবাপরাধ যাহাতে না ঘটে সে-বিষয়ে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। সেবাপরাধ-বিবরণ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাঙ্গ অর্চ্চন

সাধারণভাবে অর্চ্চনের পাঁচটী অঙ্গ আছে। ইহাকে পঞ্চাঙ্গ বিষ্ণুযজ্ঞও বলে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীভগবৎ-প্রবোধন হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে শয়ন-পুষ্পাঞ্জলি পর্য্যন্ত নানা সেবাকার্য্য ইহার অন্তর্গত। পাঁচটী অঙ্গ, যথা—অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা।

১। **অভিগমন**—শ্রীভগবন্মন্দিরাদি মার্জ্জন, উপলেপন ও নির্ম্মাল্য দূরীকরণ।

২। **উপাদান**—পুষ্প-তুলসী চয়ন, গন্ধ ও অন্যান্য সেবোপকরণ সংগ্রহ।

৩। **যোগ**—ভূতশুদ্ধি অর্থাৎ নিজেকে জড়দেহ ও মনের অতীত শুদ্ধ-চিন্ময় আত্মারূপে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে বা ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে ভাবনা।

৪। **স্বাধ্যায়**—নাম ও মন্ত্রের অর্থ চিন্তাপূর্ব্বক জপ, কীর্ত্তন, সূক্ত-স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ শুদ্ধভক্তি-শাস্ত্রের অনুশীলন।

৫। **ইজ্যা**—নিজ উপাস্যের নানাপ্রকার সেবা।

এই পঞ্চাঙ্গ-অর্চ্চন অনিত্য কর্ম্মজড়-ব্যাপারমাত্র নহে, পরন্তু ইহা নিত্য বিশুদ্ধ এবং ভগবৎপ্রাপক ভক্তঙ্গ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত-মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণের জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ-রচিত বৈষ্ণবস্মৃতি—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও অন্যান্য মহাজনগণের গ্রন্থ, নিবন্ধ এবং উপদেশসমূহ হইতে এই শ্রীরূপানুগগণ-সম্মত সংক্ষিপ্ত ''অর্চ্চন-দীপিকা'' সঙ্কলিত হইতেছে।

নিত্যকৃত্য

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কৃত্য

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত—গড়ে ২৪ মিনিটে ১ দণ্ড হয়। ২ দণ্ডে অর্থাৎ ৪৮ মিনিটে ১ মুহূর্ত্ত। দিবারাত্রে মোট ৩০ টী মুহূর্ত্ত। রাত্রির শেষভাগে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ২ মুহূর্ত্ত (অর্থাৎ গড়ে ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট) কালকে অরুণোদয়-কাল বলা হয়। এই দুই মুহূর্ত্তকালের মধ্যে প্রথম মুহূর্ত্তকে (২ দণ্ড বা ৪৮ মিনিট) ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলে। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত পরমার্থ-সাধকের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল।

জাগরণ—এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারী-জীউর জয়গানপূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিবেন। তদনন্তর দন্তধাবন, মুখ, হস্ত, পদ প্রভৃতি প্রক্ষালন, বাহ্যকৃত্য সমাপন ও স্নান (সম্ভবপর না হইলে রাত্রিবসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধবস্ত্র পরিধান) করিবে। পরে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ধ্যান করিয়া শ্রীগুরুবন্দনা ও গুর্ব্বষ্টকাদি কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীগুরুদেবের স্তব করিবেন। তৎপরে প্রীতিপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও স্মরণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ পাঠ করিবেন,—

জয়তি জন্মনিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবর-পরিষৎ স্বৈঃ দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুর-বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥ ১॥

বিদগ্ধ-গোপাল-বিলাসিনীনাং সম্ভোগ-চিহ্নাঙ্কিত-সর্ব্বগাত্রম্।
পবিত্রমাম্নায়-গিরামগম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীতচৌরম্॥ ২॥

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন-শব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্॥ ৩॥

এইরূপে আরও অন্যান্য শ্লোক ও স্তব-স্তুতি পাঠ করিতে পারা যায়। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবেন।

১। 'দেবকীগর্ভে জন্ম'—এই কথাটী যাঁহার সম্বন্ধে বাদমাত্র সেই জননিবাস যশোদানন্দন জয়যুক্ত হউন। যদুবরদিগকে লইয়া যাঁহার সভা এবং স্বীয় বল ও স্বীয়জনের বাহুবলদ্বারা যিনি অধর্ম্মকে নিরস্ত করেন এইরূপ প্রবাদ আছে অথচ স্থিরচরগণের সমস্ত অমঙ্গল যাঁহার নামকীর্ত্তনে দূর হয়; যাঁহার সুস্মিত শ্রীমুখের (মৃদুমন্দহাস্য) দ্বারা ব্রজপুর-বনিতাদিগের প্রেমপরাকাষ্ঠা নিরন্তর বৃদ্ধি হয়, তিনি জয়যুক্ত হউন।

২। পরম রসিকশেখরমণি গোপাল (শ্রীকৃষ্ণ)-সঙ্গবিলাসিনী গোপ-ললনাদিগের সম্ভোগ-চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে ধারণকারী নবনীত চোর, বেদবাক্যের অগোচর, পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইতেছি।

৩। অরবিন্দনেত্র (পদ্মলোচন) শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনরত ব্রজাঙ্গনাদিগের মধুর কণ্ঠধ্বনি দধিমন্থন-শব্দের সহিত মিলিত হইয়া আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া সকল দিকের অমঙ্গল দূর করিতেছে।

এক্ষণে প্রাতঃকৃত্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইতেছে,—

ভূমি-প্রণাম—প্রাতঃকালে ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রথমে ভূমিকে নিম্ন-মন্ত্রে প্রণাম করিবেন,—"**সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বত-স্তনমণ্ডলে।**

বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥"

(সমুদ্র যাঁহার কটিভূষণ ও পর্ব্বত যাঁহার স্তনমণ্ডল, সেই হে বিষ্ণুপত্নি! হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার পাদস্পর্শ ক্ষমা কর।)

দন্তধাবন—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দন্তধাবন করিবেন। কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দাঁতনকাঠি পবিত্র। ক্ষীর (আঠা)-যুক্ত বৃক্ষের দাঁতনকাঠি পরমায়ুবর্দ্ধক এবং কটু, তিক্ত, কষায়-রসযুক্ত দাঁতনকাঠি সুখ-সম্পত্তিবর্দ্ধক। কাঠিটি মধ্যমার ন্যায় স্থূল, দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং ত্বক্‌যুক্ত হওয়া উচিত। মূলের দিকে ধারণ করিয়া অগ্রভাগদ্বারা দন্তধাবন কর্ত্তব্য। **অর্চ্চক উপবাস-দিনেও যথারীতি দন্তধাবন করিবেন।**

স্নান—সমর্থপক্ষে সুশীতল জলে প্রাতঃস্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। শীতল জলে অসুবিধা হইলে ঈষৎ উষ্ণজলে স্নান করিবেন। স্নানের পূর্ব্বে মল-মূত্র ত্যাগ ও শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিলে উত্তম। কূপ-সরোবর ও নদীতে স্নান উত্তরোত্তর প্রশস্ত। শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও স্মরণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্নান হয়; ইহাকে মানস-স্নান বলা হয়। সকলের পক্ষে জলে স্নান করিয়াও মানস-স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে মানস-স্নানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়,—**মানস-স্নান মন্ত্র—**

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর-শুচিঃ॥

(অপবিত্র, পবিত্র বা সকলপ্রকার অবস্থাতেও যিনি কমললোচন শ্রীহরিকে স্মরণ করেন, তাঁহার বাহির ও অভ্যন্তর উভয়ই পবিত্র হয়।)

শিখা-বন্ধন—স্নানের পর কেশগুলিকে গুছাইয়া সপ্রণব-গায়ত্রী স্মরণ করিতে করিতে শিখা বন্ধন করিবেন।

বস্ত্র—স্নানের পর পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবেন। অধৌত, অনেকদিন পূর্ব্বের ধৌত, রজকধৌত, মলিনবস্ত্র, আর্দ্র এবং মলমূত্র ত্যাগের সময় ব্যবহৃত বস্ত্র দেবার্চ্চনে পরিহার করিবেন। অর্চ্চনকালে লোমবস্ত্র ব্যবহার করা অনুচিত, কারণ তাহাতে সেবোপকরণ লোমযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

তিলক-ধারণ

পবিত্র আসনে উপবেশন করত গঙ্গাজল পঞ্চপাত্রে পূর্ণ করিয়া তাহাতে তুলসীপত্র দিবেন। ঐ জল কিঞ্চিৎ বাম হস্তের তালুতে লইয়া উহাতে গোপীচন্দন, বা উহার অভাবে তুলসীমৃত্তিকা ব্যবহার্য্য। গঙ্গাজল-অভাবে সাধারণ শুদ্ধজল পঞ্চপাত্রে পূর্ণ করিয়া উহাতে তুলসী দিয়া জল স্পর্শপূর্ব্বক গঙ্গাদিকে স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তীর্থসমূহকে আবাহন করিবেন,—**তীর্থ আবাহন মন্ত্র—**

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

(হে গঙ্গে, হে যমুনে, হে গোদাবরি, হে সরস্বতি, হে নর্ম্মদে, হে সিন্ধু-নদি, হে কাবেরি, আপনারা এই জলে আগমন করুন।)

উক্ত জলে গোপীচন্দন অথবা তুলসীমৃত্তিকা দ্বারা কেশবাদি দ্বাদশ মন্ত্রে ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বা হরিমন্দির রচনা করিবেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মাঝখানে ফাঁক থাকিবে। ভ্রূমূল হইতে নিম্নদিকে তিনভাগ পর্য্যন্তকে নাসামূল বলে। নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটোপরি কেশ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিবেন। তিলক রচনাকালে দ্বাদশ নাম স্মরণমন্ত্র, যথা—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।

বক্ষঃস্থলে মাধবং তু, গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥

বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ, বাহৌ চ মধুসূদনম্।

ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে॥

শ্রীধরং বামবাহৌ তু, হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে।

পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ, কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥

তৎপ্রক্ষালন-স্তোয়ন্তু বাসুদেবায় মূর্দ্ধণি॥

(ললাটে 'কেশব'কে, উদরে 'নারায়ণ'কে, বক্ষঃস্থলে 'মাধব'কে, কণ্ঠকূপে 'গোবিন্দ'কে, দক্ষিণ কুক্ষিতে 'বিষ্ণু'কে, দক্ষিণ বাহুতে 'মধুসূদন'কে, দক্ষিণ কন্ধরে 'ত্রিবিক্রম'কে, বাম কুক্ষিতে 'বামন'কে, বাম বাহুতে 'শ্রীধর'কে, বাম কন্ধরে 'হৃষীকেশ'কে, পৃষ্ঠে 'পদ্মনাভ'কে ও কটিতে 'দামোদর'কে ধ্যান করিতে হইবে অতঃপর হস্ত-প্রক্ষালিত জল 'বাসুদেব'কে ধ্যান করিয়া মস্তকে দিবেন।)

উক্ত শ্লোকানুসারে প্রতি অঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে— ললাটে—**ওঁ কেশবায় নমঃ।**
উদরে—**ওঁ নারায়ণায় নমঃ।**
বক্ষঃস্থলে—**ওঁ মাধবায় নমঃ।**
কণ্ঠে—**ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।**
দক্ষিণ কুক্ষিতে—**ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।**
দক্ষিণ বাহুতে—**ওঁ মধুসূদনায় নমঃ।**
দক্ষিণস্কন্ধে বা বাহুমূলে—**ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ।**
বাম কুক্ষিতে—**ওঁ বামনায় নমঃ।**
বাম বাহুতে—**ওঁ শ্রীধরায় নমঃ।**
বাম স্কন্ধে—**ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ।**
পৃষ্ঠে—**ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ।**
কটিতে—**ওঁ দামোদরায় নমঃ।**

অবশেষে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া গোপীচন্দন-মিশ্রিত জল '**ওঁ বাসুদেবায় নমঃ**'—মন্ত্রে মস্তকোপরি প্রোক্ষণ করিবেন।

আচমন

তিলকের পরে আচমন করিবে। সাধারণ ও বিশেষ-ভেদে বৈষ্ণব-আচমন দুই প্রকার। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে সাধারণ-আচমন করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু শ্রীবিগ্রহগণের স্নানাদি ও পূজা-সময়-বিশেষে বিশেষ-আচমন করা কর্ত্তব্য।

(ক) সাধারণ আচমন—দক্ষিণ হস্তের মূলে (যাহাকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে) এক গণ্ডুষ জল লইয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল '**ওঁ কেশবায় নমঃ**' উচ্চারণপূর্ব্বক পান করিয়া অবশিষ্ট ত্যাগ করিবেন। পুনঃ হস্ত প্রক্ষালন করিয়া সেইপ্রকার জল লইয়া '**ওঁ নারায়ণায় নমঃ**' এবং '**ওঁ মাধবায় নমঃ**' উচ্চারণ করিয়া আচমন করিবেন।

(খ) বিশেষ-আচমন—হস্ত প্রক্ষালন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে জল লইয়া সাধারণ আচমন করিবেন। পরে '**ওঁ গোবিন্দায় নমঃ**', '**ওঁ বিষ্ণবে নমঃ**' মন্ত্রে দুই হস্ত প্রক্ষালন; '**ওঁ মধুসূদনায় নমঃ**', '**ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ**' মন্ত্রে মুখ মার্জ্জন; '**ওঁ বামনায় নমঃ**', '**ওঁ শ্রীধরায় নমঃ**' মন্ত্রে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ ও অধরোষ্ঠ মার্জ্জন; '**ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ**' মন্ত্রে পুনঃ হস্ত প্রক্ষালন; '**ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ**' মন্ত্রে পদদ্বয় প্রক্ষালন; '**ওঁ দামোদরায় নমঃ**' মন্ত্রে মস্তক প্রক্ষালন '**ওঁ বাসুদেবায় নমঃ**' মন্ত্রে মুখস্পর্শ; '**ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ**' মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসিকা স্পর্শ; '**ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ**' মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বাম নাসিকা স্পর্শ; '**ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ**' মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নেত্র স্পর্শ; '**ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ**' মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বাম নেত্র স্পর্শ; '**ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ**' মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ; '**ওঁ নৃসিংহায় নমঃ**' মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বাম কর্ণ স্পর্শ; '**ওঁ অচ্যুতায় নমঃ**' মন্ত্রে নাভি স্পর্শ; '**ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ**' মন্ত্রে হৃদয় স্পর্শ; '**ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ**' মন্ত্রে মস্তক স্পর্শ; '**ওঁ হরয়ে নমঃ**' মন্ত্রে দক্ষিণ বাহু স্পর্শ; '**ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ**' মন্ত্রে বাম বাহু স্পর্শ করিবেন। আচমনান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন,—

"**ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্।**"

(দিবাকালে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন।)

অসমর্থপক্ষে সাধারণ আচমন করিলেই চলিবে।

সান্ধ্যোপাসনা

অতঃপর প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন। সূর্য্যোদয়ের দুই দণ্ড অর্থাৎ ৪৮ মিনিট পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যের অর্দ্ধ-উদয় পর্য্যন্ত প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সূর্য্যাস্ত হইতে নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত সায়ং সন্ধ্যাকাল। দিবা-সান্ধ্যকৃত্য পূর্ব্বমুখে ও রাত্র-সান্ধ্যকৃত্য উত্তরমুখে করা কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবৎ-প্রবোধন

অতঃপর শ্রীমন্দিরের দ্বারে গমন করিয়া কিন্তু গর্ভমন্দিরে প্রবেশ না করিয়া ঘণ্টাদি বাজাইয়া শ্রুতিস্তব (ভাঃ ১০।৮৭।১৪-৪১) অথবা নিম্নলিখিত প্রবোধনযোগ্য স্তবদ্বারা প্রার্থনা করিবেন,—

যোঽসৌ অদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ ন বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥১॥ (ভাঃ ৩।৯।২৫)

১। সেই অশেষ করুণাময় পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ বিশ্বপ্রতি অনুগ্রহের জন্য অতিশয় প্রেমহাস্যের সহিত নয়নকমল বিকশিত করিয়া গাত্রোত্থান করুন ও মধুর বাক্যে আমাদের বিষাদ দূর করুন।

দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকন-দানেন ভূয়ো মাং পারয়াচ্যুত॥১॥
জয় জয় কৃপাময় জগতের নাথ।
সর্ব্বজগতেরে কর শুভদৃষ্টিপাত॥

এই প্রার্থনা করিয়া তিনবার করতালি বাজাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবেন।

অতঃপর তৈলদীপ জ্বালাইয়া আসনে বসিবেন ও সাধারণ আচমন করিবেন।

পশ্চাৎ ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে শয়নস্থানে গিয়া ক্রমে শ্রীগুরুদেব, শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ স্পর্শ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ-যোগে জাগরণ করিবেন,

শ্রীগুরুদেব-জাগরণ-মন্ত্র—

"**উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শ্রীগুরো ত্যজ নিদ্রাং কৃপাময়!২॥**

শ্রীগৌরাঙ্গ-জাগরণ মন্ত্র—

"**উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ জহি নিদ্রাং মহাপ্রভো!**
শুভদৃষ্টি-প্রদানেন ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং কুরু॥"৩॥

শ্রীরাধা-গোবিন্দ-জাগরণ-মন্ত্র—

"**গো-গোপ-গোকুলানন্দ যশোদানন্দ-বর্দ্ধন!**
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্দ্ধং প্রাতরাসীজ্জগৎপতে॥"৪॥

তদনন্তর শ্রীবিগ্রহগণকে সিংহাসনে স্থাপন করিবেন অথবা তাঁহারা সিংহাসনের উপরে বিরাজমান হইয়াছেন, এইরূপ ভাবনা করিবেন।

১। হে দেব! হে শরণাগতের ক্লেশ-নাশন! হে কেশব! আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন, পুনরায় দর্শন-দান দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন।

২। হে শ্রীগুরুদেব, হে কৃপাময়, আপনি নিদ্রা ত্যাগ করুন ও গাত্রোত্থান করুন, গাত্রোত্থান করুন।

৩। হে শ্রীগৌরাঙ্গ, হে মহাপ্রভো, আপনি নিদ্রাত্যাগ করুন ও গাত্রোত্থান করুন, গাত্রোত্থান করুন এবং শুভদৃষ্টি প্রদান করিয়া আপনি ত্রিলোকের মঙ্গল-বিধান করুন।

৪। হে গো, গোপগণ ও গোকুলের আনন্দস্বরূপ! হে যশোদানন্দ-বর্দ্ধনকারিন্! হে জগন্নাথ! প্রাতঃকাল হইয়াছে, আপনি ভার্য্যা শ্রীরাধাসহিত গাত্রোত্থান করুন।

মুখপ্রক্ষালন—তৎপরে আচমন, দন্তকাষ্ঠ এবং পুনরাচমন দিবেন, যথা—

ইদম্ আচমনীয়ং ঐং গুরবে নমঃ, (বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল অর্পণ)
ইদম্ আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ, (")
ইদম্ আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। (")
এষ দন্তকাষ্ঠ ঐং গুরবে নমঃ, (বিসর্জ্জনীয় পাত্রে দন্তকাষ্ঠ-ভাবনায় পুষ্প-অর্পণ)
এষ দন্তকাষ্ঠ ক্লীং গৌরায় নমঃ, (")
এষ দন্তকাষ্ঠ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। (")

"**ইদম্ আচমনীয়ম্**" পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে দ্বাদশবার আচমন করিবেন।

অতঃপর ভাবনা-যোগে সুন্দর বস্ত্রদ্বারা তাঁহাদের মুখমার্জ্জন করিবেন।

নির্ম্মাল্যাপসারণ—অনন্তর তুলসী ব্যতীত পর্য্যুসিত পুষ্প ও নির্ম্মাল্যাদি অপসারণ করিয়া সিংহাসন পরিষ্কার করিবেন।

পরে হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণকে তুলসী অর্পণ করিবেন এবং শ্রীবিগ্রহগণের যথোচিত চূড়া, বাঁশী, চন্দ্রিকাদি পরাইয়া মঙ্গলারাত্রিক করিবেন।

মঙ্গলারাত্রিক-বিধি

আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত ঘণ্টা-বাদ্যের সহিত শ্রীবিগ্রহগণের প্রত্যেককে তৎতৎ মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন, যথা,—

এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ (শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্প অর্পণ)
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ক্লীং গৌরায় নমঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে পুষ্প অর্পণ)
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণপদ্মে পুষ্পার্পণ)

তদনন্তর যথাক্রমে—(১) ধূপ, (২) দীপ, (৩) সজলশঙ্খ, (৪) বস্ত্র, (৫) পুষ্প, (৬) চামর এবং (৭) পাখাদ্বারা নীরাজন করিবেন। **নীরাজনের প্রত্যেক দ্রব্য মূলমন্ত্রে নিবেদনপূর্ব্বক** যথাক্রমে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া ঐ নিবেদিত দ্রব্যসমূহ পর পর নীরাজন করিতে হইবে। কার্ত্তিক মাস হইতে শিবরাত্রি পর্য্যন্ত পাখা ব্যবহার করিতে নাই। তবে, গরম অনুভূত হইলে পাখা দিতে হইবে। মধ্যাহ্ন-আরতিতে কর্পূরের আরতি প্রশস্ত।

প্রথমে ধূপ ও দীপ জ্বালাইয়া মূলমন্ত্রে নিবেদনপূর্ব্বক ক্রমশঃ নীরাজন করিবেন। **পঞ্চপ্রদীপ পাদপদ্মে ৪ বার, নাভিদেশে ২ বার, শ্রীমুখমণ্ডলে ৩ বার, সর্ব্বাঙ্গে ৭ বার এবং শঙ্খজল ৩ বার শ্রীভগবানের মস্তকোপরি ঘুরাইতে হয়।** অন্যান্য দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। **পুষ্প কেবল চরণের উদ্দেশ্যেই ঘুরাইবার বিধি। ধূপের পাত্রটী শ্রীভগবানের নাভিদেশের উপরে উঠাইতে নাই।** প্রসাদী-দীপ, তুলসী, গরুড়, দেবতা ও দর্শকের উদ্দেশ্যে ঘুরাইবেন।

আরাত্রিকের পর অর্চ্চক বাহিরে আসিয়া ৩ বার দীর্ঘ শঙ্খধ্বনি করিবেন। পরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর ও অন্যান্য জয়ধ্বনি দিয়া ৪ বার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবেন। ভক্তগণ পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই মঙ্গল-নীরাজন দর্শন করিবেন এবং সেই সময়ে ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গ-করতালাদি মধুর বাদ্যযন্ত্রসহকারে আরাত্রিক-কীর্ত্তন, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন করিবেন। শেষে শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসীকে বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করা কর্ত্তব্য।

বাল্যভোগ

(ভোগ-নিবেদন-প্রণালী)

অনন্তর শ্রীবিগ্রহগণের চূড়া, বাঁশী প্রভৃতি খুলিয়া রাখিবেন এবং ঠাকুরের আসনের সম্মুখস্থ স্থান মার্জ্জন করিয়া ভোগপাত্র স্থাপন করিবেন ও ভোগের প্রতিটি পাত্রে ধৌত তুলসী অর্পণ করিয়া ঘণ্টাধ্বনিপূর্ব্বক নিম্নলিখিতভাবে নিবেদন করিবেন,—

এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে পুষ্প অর্পণ)
ইদম্ আসনং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ (শ্রীভগবৎ আসনে পুষ্প অর্পণ)
এতৎ পাদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ (বিসর্জ্জন পাত্রে জল অর্পণ)
ইদম্ আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ (বিসর্জ্জন পাত্রে জল অর্পণ)
ইদম্ নৈবেদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ (শঙ্খজল সামান্য করিয়া প্রতি ভোগপাত্রে অর্পণ)
ইদং পানীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ (শঙ্খজল পানীয় পাত্রে অর্পণ)

এইপ্রকারে শ্রীগৌরসুন্দরকে "**ক্লীং গৌরায় নমঃ**" মন্ত্রে ক্রমে পুষ্পাঞ্জলি, আসন, পাদ্য, আচমনীয় ও মিষ্টান্ন-পানীয়াদি নিবেদন করিবেন। তদনন্তর ভোগপাত্রের উপর হাত রাখিয়া ৮বার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। ইহার পর অর্চ্চক মন্দিরের বাহিরে আসিয়া ১০ বার গৌরগায়ত্রী, কামগায়ত্রী জপ করত ইষ্টদেবের ভোজনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা

করিবেন। তৎপশ্চাৎ করতালি বাজাইয়া পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করিবেন ও ঘণ্টাধ্বনি সহকারে আচমনীয় ও তাম্বূলাদি নিবেদন করিবেন। যথা—

ইদম্ আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ (বিসর্জ্জনীয়-পাত্রে জল অর্পণ)

একাধিকবার এইরূপে আচমন করিয়া তাম্বূল নিবেদন করিবেন—

ইদং তাম্বূলং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ (বিসর্জ্জনীয়-পাত্রে তাম্বূল-ভাবনায় পুষ্প অর্পণ)

পরে সেই প্রসাদ শ্রীগুরুদেবকে ও সর্ব্বসখীগণকে নিম্নলিখিতভাবে ঘণ্টাধ্বনি-সহ নিবেদন করিবেন,—

ইদং মহাপ্রসাদম্ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ (শঙ্খজল সামান্য করিয়া প্রতি পাত্রে অর্পণ)
ইদং মহাপ্রসাদম্ ওঁ সর্ব্বসখিভ্যো নমঃ
ইদং মহাপ্রসাদম্ ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ নমঃ
ইদং মহাপ্রসাদম্ ওঁ তুলস্যৈ নমঃ
ইদং মহাপ্রসাদম্ ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ
ইদং মহাপ্রসাদম্ ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণবীভ্যো নমঃ

অতঃপর মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পুনরায় তাঁহাদের ভোজনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন এবং একই নিয়মে মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক "**ইদম্ আচমনীয়ং ঐং শ্রীগুরবে নমঃ**" মন্ত্র ও এইরূপে মহাপ্রসাদ-নিবেদনের ক্রম অনুসরণ করিয়া সর্ব্বসখীগণ, পৌর্ণমাসী, তুলসী দেবী প্রভৃতিকে মন্ত্রোচ্চারণ করত বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল অর্পণপূর্ব্বক আচমন প্রদান করিবেন।

'ভোগ-নিবেদন'-প্রসঙ্গে আরও বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণকে একসঙ্গে নিবেদন হইতে পারে; অথবা প্রথমে কৃষ্ণকে '**ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ**' মন্ত্রে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ শ্রীমতী রাধিকাকে '**শ্রীং রাধিকায়ৈ নমঃ**' মন্ত্রে নিবেদন করা যায়। শ্রীগুরুদেবকে শ্রীগৌরাঙ্গের, শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রসাদ নিবেদন করা যায়; অথবা **শ্রীগুরুদেব তাঁহার ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইবেন—এই ভাবনাদ্বারা শ্রীগুরুদেবকে অনিবেদিত দ্রব্য নিবেদন করিতে পারা যায়।** বিশেষ করিয়া পৃথক্ প্রকোষ্ঠে বা তদীয় সমাধি-মন্দিরে এইরূপ ভাবনা করিয়াই অনিবেদিত দ্রব্য নিবেদন করিতে হয়।

মন্দিরাদি মার্জ্জন

বাল্যভোগের পর তথা ভোগ-নিবেদনান্তে আচমন প্রদানের পর শ্রীবিগ্রহগণকে যথোচিত চূড়া বাঁশী পরাইবেন এবং শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনসহকারে দাস্যভাবের সহিত যথোচিত শুদ্ধ গোময়-মৃত্তিকা অথবা জলদ্বারা শ্রীভগবন্মন্দির মার্জ্জন করিবেন। পরে শ্রীভগবৎসেবার পাত্রাদি পরিষ্কার করিবেন।

পুষ্প ও তুলসীচয়ন

অতঃপর শ্রীভগবানকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া পূজার জন্য পুষ্প ও তুলসী যথাবিধি চয়ন করিবেন। বিনা স্নানে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ। প্রাতঃস্নান করা থাকিলে তুলসী ও পুষ্পচয়ন সর্ব্বোত্তম হয়। পরন্তু প্রথমে পুষ্পচয়ন করিয়া স্নানান্তে তুলসী চয়ন করা যাইতে পারে। প্রাতঃ স্নানান্তে পুষ্পচয়ন নিষিদ্ধ নহে। অসমর্থ-পক্ষে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান এবং মন্ত্রস্নানপূর্ব্বক পবিত্রভাবে পুষ্প ও তুলসীচয়ন কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবদর্চ্চনে শুভ্র ও সুগন্ধি-পুষ্প প্রশস্ত। শুষ্ক, পর্য্যুসিত (বাসি), দলিত, ভূপতিত, কীটযুক্ত, কেশদুষ্ট, কলিকাবস্থা, গন্ধহীন, তীব্র গন্ধযুক্ত, অপ্রোক্ষিত, আঘ্রাত, নিবেদিত ও শ্মশানাদি অপবিত্র স্থানজাত পুষ্প ভগবৎসেবার অনুপযুক্ত। **পুষ্পের অভাবে পুষ্পের ভাবনা করিয়া তুলসী বা জল নিবেদন করিবেন।** পুষ্প জলে ধুইতে নাই। চন্দনমিশ্রণে বা গঙ্গাজল-সহকারে পুষ্পশুদ্ধিমন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া শ্রীভগবদর্চ্চনে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। **পুষ্পশুদ্ধি-মন্ত্র—**

পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে।
পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা॥

তুলসী-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য

স্নান এবং আহ্নিকের পর তুলসীকে স্নান করাইয়া সমন্ত্রে প্রণামপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তদ্বারা চয়নমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সবৃন্ত এক একটী তুলসীপত্র বা কোমল মঞ্জরী সাবধানপূর্ব্বক চয়ন করিতে হয়, যাহাতে তুলসী দেবীর কোনপ্রকার ক্লেশ না হয়। শেষে ক্ষমা-প্রার্থনা মন্ত্র (নীচে দ্রষ্টব্য) পাঠ করিবেন। রাত্রিকালে ও মধ্যাহ্নে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ। অপর লোকের পক্ষে অন্যান্যদিনে তুলসীচয়ন

নিষিদ্ধ থাকিলেও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পক্ষে কেবলমাত্র দ্বাদশী-তিথিতে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ। পূর্ব্বদিনের বা দীর্ঘদিনের চয়ন করা, এমনকি শুষ্ক অনিবেদিত তুলসীপত্র-দ্বারাও পূজার বিধি রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেবের চরণে, এমনকি শ্রীরাধিকা-চরণেও কখনও তুলসী দিতে নাই।

তুলসী-প্রণাম-মন্ত্র—

ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

(হে কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িণি! হে দেবি! 'বৃন্দা', তুলসীদেবী, শ্রীকেশবের প্রিয়া, সত্যবতী প্রভৃতি নামে আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।)

তুলসীস্নান-মন্ত্র—

ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং হরিভক্তি-প্রদায়িনীম্॥

(শ্রীগোবিন্দ-বল্লভা, ভক্তচৈতন্য-বিধায়িনী, জগজ্জননী, হরিভক্তিপ্রদায়িনী তুলসীদেবীকে আমি স্নান করাইতেছি।)

তুলসীচয়ন-মন্ত্র—

ওঁ তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থং চিনোমি ত্বং বরদা ভব শোভনে॥

(হে শোভনে, হে তুলসি, অমৃত হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে, তুমি সর্ব্বদা কেশবের প্রিয়া; শ্রীকেশবের পূজার জন্য আমি তোমাকে চয়ন করিতেছি। তুমি বরদায়িনী হও।)

অপরাধ-ক্ষমাপ্রার্থনা-মন্ত্র—

চয়নোদ্ভব-দুঃখঞ্চ যদ্ হৃদি তব বর্ত্ততে।
তৎ ক্ষময় জগন্মাতঃ বৃন্দাদেবি নমোঽস্তু তে॥

(হে বৃন্দাদেবি! হে জগন্মাতঃ! চয়ন-জনিত যে ব্যথা তোমার হৃদয়ে হইয়াছে, তুমি তাহা ক্ষমা কর, তোমাকে নমস্কার।)

পূর্ব্বাহ্ণ-কৃত্য

পূজার প্রারম্ভিক কৃত্যসমূহ

শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রার্থনামুখে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর জয়গান, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক পূজার্থে মন্দিরে প্রবেশ করিবেন এবং নিম্নলিখিতভাবে আসন-শুদ্ধি করিবেন।

আসন-শুদ্ধি

প্রথমে আসন পাতিয়া হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক সাধারণ আচমন করিবেন। পরে **"ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ"** পাঠান্তে **"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ"** বলিয়া পূজা করিয়া আসনে হাত রাখিয়া—

"পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রঞ্চাসনং কুরু॥"

(হে পৃথিবি! তুমি সমস্ত লোককে ধারণ করিয়াছ। হে দেবি! শ্রীবিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, তুমিও নিত্য আমাকে ধারণ কর এবং এই আসনকে পবিত্র কর।)

—উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আসনে জল দিয়া সুগন্ধি পুষ্প দিবেন।

পাত্রাদি স্থাপন

অতঃপর আসনোপরি স্বস্তিকাসনে বা পদ্মাসনে বসিয়া অর্চ্চনের পাত্রাদি যথাস্থানে স্থাপন করিবেন। শ্রীবিগ্রহের আসনের সম্মুখে ও অর্চ্চকের অগ্রে স্নানপাত্রসমূহ, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আচমনপাত্র (ডাবর); পূজকের সম্মুখে বামপার্শ্বে ক্রমশঃ আধারসহ ঘণ্টা, ত্রিপদীর উপর শঙ্খ, পাদ্য, অর্ঘ্য-পাত্র, আচমনীয়-পাত্র, মধুপর্কের পাত্র, আধারোপরি ধূপ, বাদ্যশঙ্খ, জলের কলসী বা ঘটী; পূজকের সম্মুখে দক্ষিণপার্শ্বে ক্রমশঃ (শঙ্খের ডানদিকে একই পংক্তিতে) পঞ্চপাত্র, আধারের উপর দীপ, চন্দন-পুষ্প-তুলসীপত্র এবং নিজহস্ত প্রক্ষালনের পাত্র ও অন্যান্য উপকরণসমূহ সহজ গ্রহণযোগ্য স্থানে স্থাপন করিবেন। নীচে নকশাদ্বারা পাত্রসমূহের স্থান সাধারণভাবে চিহ্নিত করা হইতেছে,—

১—পঞ্চপাত্র, ২—ত্রিপদীসহ শঙ্খ, ৩—ঘণ্টা, ৪—ধূপ, ৫—দীপ, ৬—বিসর্জ্জনীয় পাত্র, ৭—ভগবানের অর্চ্চনপাত্র, ৮—ভগবানের স্নানপাত্র, ৯—গুরুদেবের অর্চ্চনপাত্র, ১০—গুরুদেবের স্নানপাত্র।

প্রত্যেকটী পাত্র স্থাপনের পূর্ব্বে তত্তৎস্থানে জলদ্বারা একটী ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া **'ওঁ অস্ত্রায় ফট্'** মন্ত্রে প্রক্ষালনান্তে স্থাপন করিবেন।

তুলসীপত্র ধৌত করিয়া পাত্রে রাখিবেন। পুষ্প জলদ্বারা ধৌত নিষেধ। পূর্ব্বলিখিত পুষ্পশুদ্ধি-মন্ত্রে (২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) শোধন করিতে হয়। গঙ্গাজলের অভাবে পূর্ব্বলিখিত তীর্থাবাহন-মন্ত্রে (১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অন্য সাধারণ জল শুদ্ধ করিয়া লইবেন। গঙ্গাজল থাকিলে উক্ত মন্ত্র পাঠ না করিলেও চলিতে পারে।

পঞ্চপাত্রে জল স্থাপন

ভূমিতে জলদ্বারা ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া **'ওঁ অস্ত্রায় ফট্'** মন্ত্রে পঞ্চপাত্র ও কুশী প্রক্ষালন এবং **'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ'** মন্ত্রে উক্ত ত্রিকোণের উপরে কুশীসহ পঞ্চপাত্র স্থাপন,

'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ', মন্ত্রে পঞ্চপাত্রে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ,

'ওঁ শিরসে স্বাহা' মন্ত্রে পঞ্চপাত্রে জল পূরণ,

'ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পঞ্চপাত্রের পূজন ও

'ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে পঞ্চপাত্রস্থ জলের পূজা করিবেন।

পরে তীর্থাবাহন-মন্ত্রে তীর্থসকলকে আবাহন, জলস্পর্শ এবং আচ্ছাদনপূর্ব্বক ৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবেন।

শঙ্খস্তুতি

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে॥
তব নাদেন জীমূতা বিত্রস্যন্তি সুরাসুরাঃ।
শশাঙ্কযুত-দীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে॥
গর্ভা দেবারিনারীণাং বিলীয়ন্তে সহস্রধা।
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে॥

(হে পাঞ্চজন্য! তুমি পূর্ব্বে সাগর হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা তাঁহার হস্তে ধৃত হইয়াছিলে। সমস্ত দেবতাগণের দ্বারা তুমি সম্মানিত, তোমাকে নমস্কার। হে পাঞ্চজন্য! তোমার শব্দে মেঘ, দেবতা ও অসুরগণ সকলেই ভীত হন। অযুত-সংখ্যক চন্দ্রের দীপ্তির ন্যায় তোমার কান্তি, তোমাকে নমস্কার। হে পাঞ্চজন্য! তোমার ধ্বনিতে পাতালে হাজার হাজার দৈত্যনারীর গর্ভপাত হয়, তোমাকে নমস্কার।)

শঙ্খ-মাহাত্ম্য

দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খে গাভীদুগ্ধ, আতপ চাউল ও পুষ্প দিয়া, তাহার অভাবে কেবল জল দিয়া শ্রীনারায়ণ শিলাকে স্নান করাইতে হয়। স্নানকালে শঙ্খধ্বনি করিলে তিনি বিশেষ প্রীত হন। পুরুষসূক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করান কর্ত্তব্য। অসমর্থপক্ষে "**ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ**" মন্ত্রে স্নান করাইলেও চলে। শঙ্খস্থিত সমস্ত জলই গঙ্গাজল-তুল্য হয়।

শঙ্খস্থাপন

পূজকের সম্মুখে বামপার্শ্বে ভূমিতে ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া '**ওঁ অস্ত্রায় ফট্**' মন্ত্রে ত্রিপদী ধৌত করিয়া '**ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ**' মন্ত্রে ঐ ত্রিপদী ত্রিকোণের উপর স্থাপন করিবেন।

পুনরায় '**ওঁ অস্ত্রায় ফট্**' মন্ত্রে শঙ্খ ধৌত করিয়া ত্রিপদীর উপর স্থাপন করিবেন।

'**ওঁ হৃদয়ায় নমঃ**' মন্ত্রে শঙ্খ মধ্যে গন্ধ-পুষ্প ও তুলসী নিক্ষেপ করিবেন।

'**ওঁ শিরসে স্বাহা**' মন্ত্রে শঙ্খ জলে পূর্ণ করিবেন।

'**ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ**' মন্ত্রে গন্ধ-তুলসী-পুষ্পে ত্রিপদীর পূজা,

'**ওঁ অংঅর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ**' মন্ত্রে গন্ধ-তুলসী-পুষ্পে শঙ্খের পূজা,

'**ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ**' মন্ত্রে তুলসী-পুষ্পে শঙ্খস্থ জলের পূজা করিবেন।

পরে '**তীর্থ আবাহন**' মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা শঙ্খজলে তীর্থসকলকে আবাহন করিবেন ও শঙ্খজল স্পর্শ এবং আচ্ছাদন করিয়া মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিবেন।

পরে শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ জল বিসর্জ্জনীয় পাত্রে ফেলিয়া অবশিষ্ট জল পূজার দ্রব্যে ও নিজদেহে বারত্রয় নিক্ষেপ করিবেন।

অতঃপর শঙ্খের অবশিষ্ট জল ডাবরে ফেলিয়া '**ওঁ শিরসে স্বাহা**' মন্ত্রে জলপূর্ণ করিয়া সম্মুখে রাখিয়া দিবেন।

ঘণ্টাশুদ্ধি মন্ত্র

সর্ব্ববাদ্যময়ি ঘণ্টে দেবদেবস্য বল্লভে।
ত্বাং বিনা নৈব সর্ব্বেষাং শুভং ভবতি শোভনে॥

(হে ঘণ্টে! তুমি সর্ব্ববাদ্যময়ী, দেবদেব শ্রীহরির প্রিয়া। হে শোভনে! তুমি বিনা সকলের মঙ্গল লাভ হয় না।)

ঘণ্টাস্থাপন

যথাস্থানে জলদ্বারা ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া '**ওঁ অস্ত্রায় ফট্**' মন্ত্রে আধারসহ ঘণ্টা প্রক্ষালন করিয়া '**ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ**' মন্ত্রে ত্রিকোণ-উপরে স্থাপন করিবেন ও '**ওঁ জয়ধ্বনি-মন্ত্রমাত্রে স্বাহা**' মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন।

ধূপদান-মন্ত্র

বনস্পতি-রসোৎপন্ন গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

(বৃক্ষরসে উৎপন্ন, গন্ধযুক্ত, শ্রেষ্ঠগন্ধ, দেবতাগণের আঘ্রাণযোগ্য এই ধূপ গ্রহণ করুন।)

দীপদান-মন্ত্র

সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
স বাহ্যাভ্যন্তর-জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

(অতিশয় উজ্জ্বল, মহাতেজা, যাবতীয় অন্ধকার বিনাশক এবং ভিতর ও বাহির জ্যোতিযুক্ত এই দীপ গ্রহণ করুন।)

এই মন্ত্র পাঠের পর '**ওঁ নমো দীপেশ্বরায়**'-মন্ত্রে দীপের উপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

অন্যান্য পাত্র স্থাপন

তদনন্তর গুরুদেব ও শ্রীভগবানের পৃথক্ পৃথক্ স্নানপাত্র ও অর্চ্চনপাত্র ঠাকুরের আসনের সম্মুখে প্রতিবার ভূমিতে ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া '**ওঁ অস্ত্রায় ফট্**' মন্ত্রে ধৌত করিয়া '**ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ**' মন্ত্রে ত্রিকোণের উপর স্থাপন করিবেন। বিসর্জ্জনীয় পাত্র (ডাবর) স্নানপাত্রের নিকটে ও ভগবদ্বেদীর সম্মুখে একই প্রকারে মন্ত্রে ধৌত করিয়া ত্রিকোণের উপর স্থাপন করিবেন।

অন্যান্য অর্ঘ্য-পাত্র, মধুপর্ক-পাত্র, চন্দন-পুষ্প-তুলসী-পাত্র, জলের ঘটী, নিজ হস্ত প্রক্ষালন-পাত্র প্রভৃতি নিজ সুবিধা-অনুসারে রাখিবেন, তজ্জন্য মন্ত্রদ্বারা স্থাপনের প্রয়োজন নাই।

পাদ্যের দ্রব্য—দুর্ব্বা, শ্যামাধান, তুলসী।

অর্ঘ্যদ্রব্য—(ক) জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, আতপ চাউল, তিল, যব, শ্বেত সরিষা। (খ) সংক্ষেপে—গন্ধ, পুষ্প ও জল। শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বের জন্য ঐ তিনের সঙ্গে তুলসী।

মধুপর্ক—ঘৃত, মধু, ও চিনি। মতান্তরে এই তিনটীর সহিত দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি সর্ব্বসমেত এই পাঁচটীকেও মধুপর্ক বলে।

আচমনীয়—জাতিফল, লবঙ্গ ও ককোলা।

পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি।

ঘৃত অভাবে লাজ (খৈ), মধু অভাবে গুড়, দধি অভাবে দুগ্ধ এবং **সকল বস্তুর অভাবে সেই সেই বস্তুর ভাবনা করিয়া পুষ্প ও তুলসী দিবেন। তাহারও অভাবে কেবল নির্ম্মল জলদ্বারা সকল অভাব পূরণ করিবেন।** প্রত্যেক পাত্রের উপরে ৮বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া চক্রমুদ্রাদ্বারা দ্রব্যাদি রাখিবেন। পঞ্চামৃতে স্নান করাইতে হইলে ''পঞ্চামৃত-শোধনমন্ত্র''-সমূহ (৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পাঠ করিয়া উহা শোধনপূর্ব্বক স্নান করান কর্ত্তব্য।

গন্ধ—চন্দন, কর্পূর, অগুরু—তিনটী পরিমাণ-বিশেষে মিশ্রিত।

পূজোপচার—কাল ও অবস্থানানুসারে ষোড়শ, দ্বাদশ, দশ অথবা পঞ্চোপচারে শ্রীভগবৎপূজন হইতে পারে।

(১) **ষোড়শোপচার**—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নান, বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মাল্য বা বন্দনা।

(২) **দ্বাদশোপচার**—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নান, বস্ত্র, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

(৩) **দশোপচার**—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

(৪) **পঞ্চোপচার**—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

ভূতশুদ্ধি

পূজার পূর্ব্বে ভূতশুদ্ধি প্রয়োজন। ''আমি স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া অনাদিকাল হইতে দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া মায়ার সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-চক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হইতেছিলাম; কোন সৌভাগ্যফলে আমি বর্ত্তমানে শ্রীগুরুকৃপায় বুঝিয়াছি যে আমি স্থূল-লিঙ্গশরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, অণুচিৎ-তত্ত্ব নিত্য কৃষ্ণদাস; এখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞায় তাঁহারই আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি।'' অন্তরে এইরূপ ভাবনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ ও আত্মধ্যান করিবেন। মন্ত্র, যথা—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রদ্যোন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

(আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্রও নহি; অথবা আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু পূর্ণপ্রকাশমান, নিখিল পরমানন্দ-পূর্ণ, অমৃতসমুদ্র-স্বরূপ শ্রীগোপীনাথের পদকমলের আমি দাস-দাসানুদাস।)

আত্মধ্যান-মন্ত্র—

দিব্যং শ্রীহরিমন্দিরাদ্যতিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ।
পূতং সূক্ষ্মং নবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নিকটে সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ॥

(সাধক ললাটে দিব্য হরিমন্দির-রূপ তিলক, কণ্ঠে সুমাল্য, বক্ষঃস্থলে সুন্দর শ্রীনামাক্ষর ও প্রসাদী চন্দন, এবং অঙ্গে শুভ্র, সূক্ষ্ম নূতন বস্ত্র ধারণ করেন,—এইপ্রকার নিজ সুবিমল তনুকে সাধক নিত্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নিকটে সেবায় উৎসুকতার সহিত অবস্থিত রূপে ধ্যান করিবেন।)

শ্রীগুরুপূজা

চিন্ময় শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরস্থ যোগপীঠে রত্নমঞ্চোপরি শ্রীগৌরসুন্দর বসিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, বামে শ্রীগদাধর, সম্মুখে করজোড়ে শ্রীঅদ্বৈত ও ছত্রধারণপূর্ব্বক শ্রীবাস পণ্ডিত দণ্ডায়মান। ঐ রত্নবেদীর নিম্নবেদীতে শ্রীগুরুদেব উপবিষ্ট আছেন,—এইরূপ ভাবনা করিয়া তাঁহাকে নিজ যোগ্যতানুরূপ ষোড়শ, দ্বাদশ, দশ বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

শ্রীগুরুদেবের ধ্যানমন্ত্র—

প্রাতঃ শ্রীমন্নবদ্বীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্॥ ১॥

উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ৩ বার জয় কীর্ত্তন করিবেন। যথা—

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কি জয়।

প্রথমে **মানস-পূজা*** করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর অনুজ্ঞা প্রার্থনাপূর্ব্বক দীক্ষাকালে প্রাপ্ত গুরুমন্ত্রে বাহ্যোপচারে পূজা করিবেন। পূজা আরম্ভের পূর্ব্বে অর্ঘ্য-পাত্রে অর্ঘ্য,

১। প্রাতঃকালে শ্রীনবদ্বীপধামে বিরাজমান দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, বর ও অভয় প্রদাতা শান্ত-মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবকে তাঁহার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক স্মরণ করিবেন।

সনৎকুমার-সংহিতায় কথিত গুরুস্মরণ—শশাঙ্কযুত-সঙ্কাশং বরাভয়-লসৎকরম্। শুক্লাম্বর-ধরং দিব্য-শুক্ল-মাল্যানুলেপনম্॥ প্রসন্নবদনং শান্তং ভজনানন্দ-নির্বৃতম্। দিব্যরূপ-ধরং ধ্যায়েৎ বরদং কমলেক্ষণম্॥ সুন্দরং দ্বিভুজং গৌরং কৈশোর-বয়সোজ্জলম্। রূপপূর্ব্ব-গুরুগণানুগতং সেবনোৎসুকম্। এবং রূপং গুরুং ধ্যায়েন্মনসা সাধকঃ শুচিঃ॥

***মানস-পূজা**—বাহ্য-উপচার দ্বারা যে-ক্রমে পূজা করা হয়, সেই ক্রম-অনুসারেই মানসে পূজ্য দেবতাগণকে আহ্বান, পাদ্য, অর্ঘ্যাদি অর্পণ, শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি তৈল লেপন, স্নান, বস্ত্রদ্বারা

মধুপর্ক-পাত্রে মধুপর্ক, চন্দন, শোধিত পুষ্প, তুলসী, অগুরু, কর্পূর, জল, দুগ্ধ, মধু প্রভৃতি উপকরণসমূহ সহজ-গ্রহণযোগ্য-স্থানে প্রস্তুত রাখিবেন।

শ্রীগুরুদেবকে আহ্বান করিয়া স্নানপাত্রে স্নান করাইতেছি—এইরূপ ভাবনা করিয়া আসন-পাদ্যাদি নিবেদন করিবেন। যথা—

ইদম্ আসনম্ ঐং গুরবে নমঃ—স্নানপাত্রে আসনার্থ সচন্দন-পুষ্পদান।

প্রভো! কৃপয়া স্বাগতং কুরু, ঐং গুরবে নমঃ—করজোড়ে স্নানপাত্রস্থ আসনে আহ্বান।

এতৎ পাদ্যম্ ঐং গুরবে নমঃ—কুশীদ্বারা স্নানপাত্রে শ্রীচরণে জলদান।

ইদম্ অর্ঘ্যম্ ঐং গুরবে নমঃ—স্নানপাত্রে অর্ঘ্যদান (গন্ধ, পুষ্প, জল)।

ইদম্ আচমনীয়ম্ ঐং গুরবে নমঃ—বিসর্জ্জনীয়পাত্রে জল নিক্ষেপ।

এষ মধুপর্ক ঐং গুরবে নমঃ—স্নানপাত্রে মধুপর্ক দান।

ইদম্ আচমনীয়ম্ ঐং গুরবে নমঃ—বিসর্জ্জনীয়পাত্রে জল নিক্ষেপ।

অতঃপর ভাবনাদ্বারা শ্রীগুরুদেবকে তৈল মাখাইয়া দিয়া—

ইদং স্নানীয়ম্ ঐং গুরবে নমঃ—সুবাসিত শঙ্খজলে ঘণ্টাবাদন ও স্তবপাঠ সহকারে স্নানপাত্রে স্নান করাইবেন।

স্নানান্তে ভাবনা-মাধ্যমে সূক্ষ্ম শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া দিবেন। পশ্চাৎ—

ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রম্ ঐং গুরবে নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে ২টী বস্ত্রের ভাবনায় ২টী পুষ্পদান।

ইদম্ আচমনীয়ম্ ঐং গুরবে নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল নিক্ষেপ।

অতঃপর শ্রীগুরুদেব সিংহাসনে স্বস্থানে বসিয়াছেন ভাবনাপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া ৮বার শ্রীগুরুমন্ত্র জপ করিবেন। ইহাকে **প্রসাধন** বলে। তৎপশ্চাৎ—

ইদম্ উপবীতম্ ঐং গুরবে নমঃ—শ্রীবিগ্রহে উপবীত, অভাবে অর্চ্চনপাত্রে পুষ্পদান।

ইদং তিলকম্ ঐং গুরবে নমঃ—অর্চ্চনপাত্রে পুষ্পদলে করিয়া চন্দন দিবেন ও শ্রীমূর্ত্তির ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবেন।

শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন, বস্ত্রপরিধান, উপবীত-প্রদান, তিলক আভরণাদি-দ্বারা সাজ, অঙ্গে সুগন্ধ দান, পুষ্পাঞ্জলি, নৈবেদ্য-অর্পণ প্রভৃতি সামর্থ্য ও অধিকারানুসারে করিবেন। মানস-পূজা না করিয়া কেবল বাহ্য-উপচার দ্বারা পূজায় সাধকের সাধন-ভজন অগ্রসর হয় না। অতএব নিষ্ফল বলিয়া কথিত হয়।

ইদম্ আভরণম্ ঐং গুরবে নমঃ—আভরণের ভাবনা করিয়া অর্চ্চনপাত্রে পুষ্পদান।
এষ গন্ধ ঐং গুরবে নমঃ—পুষ্পদলে করিয়া অর্চ্চনপাত্রে ও শ্রীমূর্ত্তির চরণে গন্ধ অর্পণ।
ইদং সগন্ধপুষ্পম্ ঐং গুরবে নমঃ—অর্চ্চনপাত্রে ও শ্রীচরণে সচন্দন পুষ্পদান।
এতৎ তুলসীপত্রম্ ঐং গুরবে নমঃ—শ্রীবিগ্রহের দক্ষিণহস্তে তুলসীদান।
এষ ধূপ ঐং গুরবে নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।
এষ দীপ ঐং গুরবে নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।
তৎপরে আসন, পাদ্য ও আচমন পূর্ব্ববৎ নিবেদন করিয়া—
ইদং নৈবেদ্যম্ ঐং গুরবে নমঃ—নৈবেদ্যপাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসী অর্পণ।
ইদং পানীয়ম্ ঐং গুরবে নমঃ—পানীয়পাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসী অর্পণ।
ইদম্ আচমনীয়ম্ ঐং গুরবে নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।
অতঃপর শ্রীগুরুদেব সিংহাসনে স্বস্থানে সুখে বসিয়াছেন ভাবনা করিয়া—
ইদং তাম্বূলম্ ঐং গুরবে নমঃ—তাম্বূল অভাবে বিসর্জ্জনীয় পাত্রে পুষ্প দিবেন।
ইদং মাল্যম্ ঐং গুরবে নমঃ—শ্রীমূর্ত্তিতে পুষ্পমালা পরাইবেন, অভাবে বিসর্জ্জনীয় পাত্রে পুষ্পদান।
ইদং সর্ব্বম্ ঐং গুরবে নমঃ—শ্রীচরণে পুষ্পদান।
পরে শ্রীগুরুগায়ত্রী ১০ বার জপ করিয়া স্তুতি ও প্রণাম করিবেন।

স্তুতি— ত্বং গোপিকা বৃষরবেস্তনয়ান্তিকেঽসি
সেবাধিকারিণি গুরো নিজপাদপদ্মে।
দাস্যং প্রদায় কুরু মাং ব্রজকাননে শ্রী-
রাধাঙ্ঘ্রি-সেবনরসে সুখিনীং সুখাব্ধৌ॥১॥
প্রণাম—ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥২॥

১। হে গুরুদেব! আপনি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর নিকট অবস্থান-কারিণী গোপিকা। হে সেবাধিকারিণি! আপনি আমাকে আপনার নিজ পাদপদ্মে দাস্য প্রদান করিয়া ব্রজকাননে সুখের সমুদ্রস্বরূপ শ্রীরাধিকা-চরণকমল-রসে সুখিনী করুন।

২। যিনি 'জ্ঞান'-রূপী অঞ্জন-শলাকা-দ্বারা অজ্ঞানতা-রূপী তিমির-রোগে অন্ধগ্রস্ত আমার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নমস্কার।

রাধাসন্মুখ-সংসক্তি সখীসঙ্গ-নিবাসিনীম্।
ত্বামহং সততং বন্দে মাধবাশ্রয়বিগ্রহম্॥৩॥
নামশ্রেষ্ঠ মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং।
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥৪॥
বৈষ্ণব-প্রণাম—বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥৫॥
পঞ্চতত্ত্ব— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দ॥
মহামন্ত্র— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীশালগ্রাম, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন

শ্রীশালগ্রাম বা অন্য শিলামূর্ত্তি থাকিলে শ্রীগুরুপূজার পর শ্রীপুরুষসূক্তমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনিসহকারে সুবাসিত শঙ্খজলে বা বিশেষ বিশেষকালে পঞ্চামৃত (পঞ্চামৃতদ্বারা স্নানবিধি পরে দ্রষ্টব্য) স্নান করানই বিধি। যে-সকল মূর্ত্তিকে জলাদিতে স্নান করাইবার অসুবিধা তাঁহাদিগকে মনে মনে স্নান করাইতে হয়। স্নানকালে কদাপি বামহস্তে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করিবেন না।

৩। শ্রীরাধার সান্নিধ্য-আসক্তা, সখীসঙ্গে নিবাসিনী, শ্রীমাধবের আশ্রয়-বিগ্রহ আপনাকে সর্ব্বদা বন্দনা করি।

৪। যাঁহার প্রসিদ্ধ কৃপার দ্বারা এই জগতে নামের শ্রেষ্ঠতা, মন্ত্র, শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রেষ্ঠপুরী শ্রীমথুরাগুল, গোষ্ঠবাটী শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধামাধবের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, অহো সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নমস্কার করি।

৫। বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপাসিন্ধু ও পতিতগণের পাবনস্বরূপ বৈষ্ণবগণকে বারম্বার নমস্কার।

শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা

অতঃপর শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রার্থনা করিয়া পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চন করিবেন। প্রথমে শ্রীনবদ্বীপের ধ্যান করিবেন।

শ্রীনবদ্বীপের ধ্যান—

স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎ-কূর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রং
রম্যাবৃতং সন্মণি-কনক-মহাসদ্ম-সঙ্ঘৈঃ পরীতম্।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎ-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥১॥

পুনশ্চ শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে রত্নবেদীর উপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান করিবেন। যথা—

শ্রীগৌর-ধ্যানমন্ত্র—

শ্রীমন্মৌক্তিক-দামবদ্ধ-চিকুরং সুস্মের-চন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরু-চারুচিত্র-বসনং স্রগ্‌দিব্য-ভূষাঞ্চিতম্।
নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥২॥

১। শ্রীগঙ্গার মনোরম তীরে রম্য উপবনে আবৃত হইয়া যে ধাম বৃহৎ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় গাত্রে দীপ্ত হইতেছেন, যাহা সুন্দর মণি-কনক-খচিত মহাগৃহ-সমূহে শোভমান এবং যে-স্থানে প্রতি গৃহে গৃহে অতিশয় প্রেমরস-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনিত হইতেছে, সেই অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন-স্বরূপ, ত্রিজগতে উপমারহিত শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে স্তব করি।

২। সুন্দর মুক্তামালায় যাঁহার কেশ নিবদ্ধ, মুখচন্দ্র সুমৃদু-হাস্যে উদ্ভাসিত, শ্রীঅঙ্গ চন্দন, অগুরু, বিচিত্র বসন, মালা ও দিব্যভূষণে বিভূষিত, যিনি নৃত্যাবেশ-জনিত রসানন্দে মধুরমূর্ত্তি-স্বরূপ, কন্দর্প-শোভায় সমুজ্জ্বল এবং সর্ব্বদা নিজ জনগণদ্বারা সংসেবিত, সেই কনক-কান্তি শ্রীচৈতন্যদেবকে ভজনা করি।

জয়দান—জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ কী জয়। (৩ বার)

শ্রীগুরুপূজার ন্যায় প্রথমে মানস পূজা করিয়া পরে বাহ্যোপচারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত শ্রীগৌরমন্ত্রে শ্রীমূর্ত্তিতে অথবা শ্রীশালগ্রামশিলায় শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে যথাস্থানে আহ্বান করিয়া স্নান করাইতেছি—এইরূপ ভাবনা করিবেন।

ইদম্ আসনং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—স্নানপাত্রে আসনার্থে সচন্দন পুষ্পদান।

প্রভো! কৃপায় স্বাগতং কুরু, ক্লীং গৌরায় স্বাহা—করজোড়ে স্নানপাত্রস্থ আসনে আহ্বান।

এতৎ পাদ্যং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—স্নানপাত্রে শ্রীচরণে জলদান।

ইদম্ অর্ঘ্যং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—স্নানপাত্রে অর্ঘ্য দান।

ইদম্ আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল নিক্ষেপ।

এষ মধুপর্কঃ ক্লীং গৌরায় স্বাহা—স্নানপাত্রে মধুপর্ক দান।

ইদম্ আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল নিক্ষেপ।

অতঃপর ভাবনাদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অথবা শালগ্রাম বা শ্রীমূর্ত্তি থাকিলে সাক্ষাৎভাবে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া—

ইদং স্নানীয়ং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—সুবাসিত শঙ্খজলে ঘণ্টাবাদন ও স্তবপাঠ-সহকারে স্নান।

স্নানান্তে ভাবনাদ্বারা অথবা শালগ্রামাদি থাকিলে সাক্ষাদ্ভাবে সূক্ষ্ম শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা শ্রীঅঙ্গ মুছাইবেন। পশ্চাৎ—

ইদং সোত্তরীয়বস্ত্রং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে বস্ত্রের ভাবনাপূর্ব্বক যথাক্রমে ২টী পুষ্পদান ও স্নাত শ্রীমূর্ত্তিকে বস্ত্র-পরিধান।

ইদম্ আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু সিংহাসনে স্বস্থানে সুখে বসিয়াছেন ভাবনাপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া ৮বার শ্রীগৌরাঙ্গ মন্ত্র জপ করিবেন। শালগ্রামে অর্চ্চন হইলে অর্চ্চনপাত্রে বা যথাস্থানে তুলসী-উপর তাহা স্থাপন করিবেন। পুনঃ—

ইদম্ উপবীতং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—শ্রীবিগ্রহে উপবীত, অভাবে অর্চ্চনপাত্রে পুষ্পদান।

ইদং তিলকং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—তুলসীপত্র দ্বারা অর্চ্চনপাত্রে চন্দন দান ও শ্রীমূর্ত্তির ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা বা রচনা ভাবনা।

ইদম্ আভরণং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—আভরণের ভাবনা করিয়া অর্চ্চনপাত্রে পুষ্পদান।

এষ গন্ধঃ ক্লীং গৌরায় স্বাহা—তুলসীপত্রদ্বারা অর্চ্চনপাত্রে ও শ্রীমূর্ত্তির চরণে গন্ধ-অর্পণ।

ইদং সগন্ধপুষ্পং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—অর্চ্চনপাত্রে ও শ্রীচরণে সচন্দন পুষ্পদান।

এতৎ তুলসীপত্রং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—অর্চ্চনপাত্রে ও শ্রীচরণে সচন্দন তুলসীদান।

এষ ধূপঃ ক্লীং গৌরায় স্বাহা—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।

এষ দীপঃ ক্লীং গৌরায় স্বাহা—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।

তৎপরে আসন, পাদ্য ও আচমন পূর্ব্ববৎ নিবেদন করিয়া—

ইদং নৈবেদ্যং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—নৈবেদ্যপাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসীদান।

ইদং পানীয়ং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—পানীয়পাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসীদান।

ইদম্ আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু সিংহাসনে সুখে বসিয়াছেন ভাবনা করত—

ইদং তাম্বূলং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—তাম্বূল, অভাবে তাহা ভাবনায় বিসর্জ্জনীয় পাত্রে পুষ্পদান।

ইদং মাল্যং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—শ্রীবিগ্রহে পুষ্পমাল্য পরাইবেন, অভাবে বিসর্জ্জনীয় পাত্রে পুষ্পদান।

ইদং সর্ব্বং ক্লীং গৌরায় স্বাহা—শ্রীচরণে পুষ্পদান।

পূজান্তে ১০ বার গৌরগায়ত্রী জপ করিয়া স্তুতি, প্রণাম করিবেন।

স্তুতি— ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নং অভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ১॥

১। হে মহাপ্রভো! হে শরণাগত-পালক, আপনি নিরন্তর ধ্যানযোগ্য বস্তু, ভক্তিবিঘ্ন-নাশকারী, অভীষ্টপ্রদাতা, সর্ব্বতীর্থের আশ্রয়স্বরূপ, শিব-ব্রহ্মাদি-দ্বারা নিত্য বন্দিত, সকলের আশ্রয়নীয়, ভৃত্যগণের দুঃখহারী এবং ভবসমুদ্রের জাহাজ-স্বরূপ—আপনার শ্রীচরণকমল সর্ব্বদা বন্দনা করি।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষং তে চরণারবিন্দম্॥ ২॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥ ৩॥

প্রণাম—

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥ ৪॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥ ৫॥

২। হে মহাপ্রভো! আপনি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ-রূপী জগদ্‌গুরু, আপনি আর্য্যবাক্যে অর্থাৎ বিপ্রশাপ স্বীকার করিয়া সুদুস্ত্যজ ও দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত রাজ্যলক্ষীরূপ যে ইন্দ্রিয়তর্পণ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যগমন-রূপ সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'মায়ামৃগ'-রূপ ভোগাসক্ত জীবগণের প্রতি দয়াবশতঃ আশ্রয়বিগ্রহের অভীপ্সিত কৃষ্ণভজন-লীলা অনুসরণ করিয়াছিলেন—আপনার শ্রীচরণকমল সদা বন্দনা করি।

৩। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ (শ্রীচৈতন্যদেব), ভক্তস্বরূপ (শ্রীনিত্যানন্দ), ভক্তাবতার (শ্রীঅদ্বৈত), ভক্ত (শ্রীশ্রীবাসাদি), ভক্তশক্তি (শ্রীগদাধরাদি)—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

৪। আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ, স্বর্ণের ন্যায় দিব্যকান্তি-হেতু পরম সুন্দর, মহাপ্রেম-রসপ্রদাতা সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে বারম্বার নমস্কার।

৫। মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামবিশিষ্ট, গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অনুজ্ঞা ও কৃপা প্রার্থনাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন করিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবক অথবা অন্তরঙ্গা সখী; তিনিই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাদ্‌ভাবে সেবা করিতেছেন—এইরূপ ভাবনা করিয়া নিজের অযোগ্যতা স্মরণমুখে অর্চ্চন করিবেন। প্রথমে—

শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান—

ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্দ্ধনম্।
কালিন্দী-জলকল্লোলসঙ্গি-মারুতসেবিতম্॥
নানাপুষ্পলতাবদ্ধ-বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
কোটিসূর্য্য-সমাভাসং বিমুক্তং ষট্‌তরঙ্গকৈঃ॥
তন্মধ্যে রত্নখচিতং স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ॥১॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান—

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ-শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥২॥
সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং বেণুবক্ত্রাব্জং বনমালিনমীশ্বরম্॥৩॥

১। অনন্তর শ্রীবৃন্দাবন-ধামকে ধ্যান করিবেন—তাহা পরমানন্দ-বর্দ্ধনকর, শ্রীযমুনার জল-কল্লোল সহিত শীতল পবনদ্বারা সেবিত, নানাপ্রকার পুষ্পলতা-পূর্ণ বৃক্ষসমূহে শোভিত, কোটিসূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান এবং শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ষট্‌তরঙ্গ-বিমুক্ত; তাহার মধ্যে রত্নখচিত মহান্ স্বর্ণ-সিংহাসন বিরাজমান।

২। জ্যোতির্ম্ময়-শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষ-তলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি।

৩-৪। (সেই সিংহাসনে বিরাজমান) সুন্দর কমলনয়ন, নবজলধর-কান্তি, পীতাম্বর, দ্বিভুজ, মুখকমলে বেণুধারী, বনমালা-পরিহিত, দিব্য-অলঙ্কারে শোভিত, সখীগণ-দ্বারা

দিব্যালঙ্কারণোপেতং সখীভিঃ পরিবেষ্টিতম্।
চিদানন্দঘনং কৃষ্ণং রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্॥৪॥
শ্রীকৃষ্ণং শ্রীঘনশ্যামং পূর্ণানন্দকলেবরম্।
দ্বিভুজং সর্ব্বদেবেশং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহম্॥৫॥
ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু-বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥৬॥

জয় শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউ কি জয় (৩বার)

মানস-পূজান্তে বাহ্য-উপচারে শ্রীমূর্ত্তিতে অথবা শালগ্রামে শ্রীযুগলের অর্চ্চন করিবেন। শ্রীগৌর-অর্চ্চনের ন্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত মূলমন্ত্র নিবেদন করিতে হইবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে যথাস্থানে আহ্বান করিয়া স্নান করাইতেছি—এইরূপ ভাবনার সহিত নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চন করিবেন। যথা—

ইদম্ আসনং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—স্নানপাত্রে আসনার্থ সগন্ধ-পুষ্প দান।

কৃপয়া স্বাগতং কুরুত দেবৌ, শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—করজোড়ে স্নানপাত্রস্থ আসনে আহ্বান।

এতৎ পাদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—স্নানপাত্রে শ্রীচরণে জলদান।

ইদম্ অর্ঘ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—স্নানপাত্রে অর্ঘ্যদান।

ইদম্ আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল নিক্ষেপ।

পরিবেষ্টিত, চিদানন্দঘন, শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে (ধ্যান করি)।

৫। সেই শ্রীকৃষ্ণ—ঘনশ্যাম, পূর্ণানন্দ-কলেবর, দ্বিভুজ, সর্ব্ব দেবেশ্বর এবং শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত।

৬। যাঁহার শ্রীঅঙ্গশোভা প্রফুল্ল নীলকমল-তুল্য, বদন চন্দ্রতুল্য, যিনি ময়ূরপুচ্ছ-রূপ অলঙ্কার-প্রিয়, শ্রীবৎস-চিহ্নযুক্ত, উদার 'কৌস্তুভ'-ধারণকারী, পীতাম্বর ও পরমসুন্দর; গোপীগণের নয়নরূপ উৎপলদ্বারা যাঁহার তনু অর্চ্চিত হয়, গো-গোপ-সঙ্ঘে যিনি পরিবৃত এবং দিব্যাঙ্গ-ভূষণে ভূষিত, সেই কলবেণু-বাদনপ্রিয় শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি।

এষ মধুপর্কঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—স্নানপাত্রে মধুপর্ক দান।

ইদম্ আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল নিক্ষেপ।

অতঃপর ভাবনাদ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে অথবা শ্রীশালগ্রাম বা শ্রীমূর্ত্তি থাকিলে সাক্ষাৎরূপে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া—

ইদং স্নানীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—সুবাসিত শঙ্খজলে ঘণ্টাবাদন ও স্তবপাঠ-সহকারে স্নান করাইবেন।

স্নানান্তে ভাবনাদ্বারা অথবা সাক্ষাৎরূপে বস্ত্রদ্বারা অঙ্গমার্জ্জন।

ইমে সোত্তরীয়ে বস্ত্রে শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে বস্ত্রের ভাবনায় ২টী করিয়া পুষ্পদান ও স্নাত শ্রীমূর্ত্তিকে বস্ত্র-পরিধান।

ইদম্ আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম যথাক্রমে স্পর্শপূর্ব্বক ক্রমানুসারে তাঁহাদের মূলমন্ত্র ৮বার জপ করিবেন। শালগ্রামে অর্চ্চন হইলে অর্চ্চন-পাত্রে তুলসী-উপরি শালগ্রাম-স্থাপন করিবেন।

ইদম্ উপবীতং ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ—কৃষ্ণকে উপবীত, অভাবে অর্চ্চনপাত্রে পুষ্পদান।

ইদং তিলকং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—শ্রীমূর্ত্তির ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ভাবনাসহ তুলসীপত্রদ্বারা অর্চ্চনপাত্রে চন্দন দান।

ইমানি আভরণানি শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—আভরণের ভাবনা করিয়া অর্চ্চনপাত্রে পুষ্পদান।

এষ গন্ধ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—তুলসীপত্রে করিয়া অর্চ্চনপাত্রে ও শ্রীমূর্ত্তির চরণে গন্ধ অর্পণ।

ইদং সগন্ধং পুষ্পং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—অর্চ্চনপাত্রে ও শ্রীচরণে সচন্দন পুষ্পদান (২বার)।

এতৎ তুলসীপত্রং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—অর্চ্চনপাত্রে এবং শ্রীচরণে ও শ্রীরাধিকার হস্তে তুলসীপত্র দান।

এষ ধূপঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।

এষ দীপঃ শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।

তৎপরে আসন, পাদ্য ও আচমনাদি পূর্ব্ববৎ নিবেদনপূর্ব্বক—

ইদং নৈবেদ্যং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—নৈবেদ্যপাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসীপত্র প্রদান।

ইদং পানীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—পানীয়পাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসী দান।

ইদম্ আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জলদান।

অতঃপর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহাসনে সুখে বসিয়াছেন ভাবনা করিয়া—

ইদং তাম্বূলং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—তাম্বূল, অভাবে বিসর্জ্জনীয় পাত্রে তাম্বূল ভাবনায় পুষ্পদান।

ইমে মাল্যে শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—বিগ্রহকে পুষ্পমাল্য পরাইবেন, অভাবে বিসর্জ্জনীয় পাত্রে পুষ্পদান।

ইদং সর্ব্বং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ—শ্রীচরণে পুষ্প দান।

পূজান্তে ১০বার কামগায়ত্রী এবং ১০ বার শ্রীরাধাগায়ত্রী জপ করিবেন।

শ্রীরাধামন্ত্র—'রাং রাধায়ৈ নমঃ'।

শ্রীরাধাগায়ত্রী—'রাং রাধিকায়ৈ বিদ্মহে প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ।

প্রণতি— হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥ ১॥
তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি!
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥ ২॥
মহাভাবস্বরূপা ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়া-বরীয়সি।
প্রেমভক্তিপ্রদে দেবি রাধিকে ত্বাং নমাম্যহম্॥ ৩॥

অতঃপর পদ্যপঞ্চক ও বিজ্ঞপ্তিপঞ্চক যথাক্রমে পাঠ করিবেন।

পদ্যপঞ্চক—সংসার-সাগরান্নাথ পুত্র-মিত্র-গৃহাঙ্গনাৎ।
গোপ্তারৌ মে যুবামেব প্রপন্ন-ভয়ভঞ্জনৌ॥

১। হে কৃষ্ণ, করুণার সাগর, হে দীনের বন্ধু, জগতের পতি, হে গোপগণের ঈশ্বর, গোপীগণের কান্ত, হে শ্রীরাধাকান্ত তোমাকে নমস্কার।

২। হে তপ্তস্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণা শ্রীরাধে, হে বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, হে বৃষভানু-মহারাজের দুলালী, হে দেবী, শ্রীহরির প্রিয়া তোমাকে প্রণাম করি।

৩। হে রাধিকে তুমি মহাভাব-স্বরূপিণী, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; হে দেবী, প্রেমভক্তি-প্রদায়িনী তোমাকে আমি প্রণাম করি।

যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিৎ ইহলোকে পরত্র চ।
তৎ সর্ব্বং ভবতোঽদ্যৈব চরণেষু সমর্পিতম্॥
অহমপ্যপরাধানামালয়স্ত্যক্ত-সাধনঃ।
অগতিশ্চ ততো নাথৌ ভবন্তৌ মে পরা গতিঃ॥
তবাস্মি রাধিকানাথ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্ম্মম॥
শরণং বাং প্রপন্নোঽস্মি করুণানিকরাকরৌ।
প্রসাদং কুরু দাস্যং ভো ময়ি দুষ্টেঽপরাধিনি॥

বিজ্ঞপ্তি-পঞ্চক—

মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥

৪। **পদ্যপঞ্চক**—হে নাথ, তোমরা দুইজনই আমার পুত্র-মিত্র-গৃহাঙ্গন রূপী সংসার-সাগর হইতে রক্ষাকারী এবং শরণাগতের ভয়-নাশকারী। আমি যাহা এবং আমার ইহলোকে ও পরলোকে যাহা কিছু আছে, তাহার সকলই এক্ষণে তোমাদের চরণে সমর্পণ করিলাম। আমি সকল অপরাধের আধার, সাধনভজন-হীন, আমার কোন গতি নাই। সুতরাং তোমরা দুইজনই আমার নাথ এবং পরমগতি। হে রাধানাথ! আমি কায়-মনো-বাক্যে তোমার, হে কৃষ্ণপ্রিয়া! আমি তোমারই; তোমরা দুইজনই আমার গতি। হে করুণারাশির আকর, তোমাদের দুইজনের চরণে শরণাগত বা প্রপন্ন হইলাম। এই দুষ্ট, অপরাধিজনে তোমরা দাস্যরূপ প্রসাদ দান কর।

৫। **বিজ্ঞপ্তি-পঞ্চক**—হে পুরুষোত্তম! আমার সমান পাপী ও অপরাধী আর কেহ নাই। তজ্জন্য, কি বলিব, ক্ষমা চাহিতেও আমার লজ্জা হয়। (কেবল এই নিবেদন), যুবতীগণের মন যেমন যুবকে রমণ করে, এবং যুবকগণের যুবতীতে, ঠিক সেইপ্রকার আমার মন তোমাতে রমণ করুক। ভূমিতে স্খলিত-পদ ব্যক্তিগণের যেমন সেই ভূমিই অবলম্বন, তদ্রূপ হে নাথ, তোমার প্রতি অপরাধিগণের তুমিই একমাত্র আশ্রয়। হে

গোবিন্দবল্লভে রাধে প্রার্থয়ে ত্বামহং সদা।
ত্বদীয়মিতি জানাতু গোবিন্দো মাং ত্বয়া সহ॥
রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনি।
কৃপয়া নিজপাদাব্জ-দাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্॥৫॥

✶উপাঙ্গ-পূজা—**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীমুখবেণবে নমঃ।**
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বক্ষসি বনমালায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দক্ষস্তনোর্দ্ধে শ্রীবৎসায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সব্যস্তনোর্দ্ধে কৌস্তুভায় নমঃ।

অতঃপর শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে নির্ম্মাল্যাদি অর্পণ করিবেন

ইদং মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদিকম্ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
ইদং আচমনীয়ম্ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
ইদং সর্ব্বম্ ওঁ সর্ব্বসখীভ্যো নমঃ।
ইদং সর্ব্বম্ ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।
ইদং সর্ব্বম্ ওঁ শ্রীপৌর্ণমাস্যৈ নমঃ।
ইদং সর্ব্বম্ ওঁ সর্ব্বব্রজবাসিভ্যো নমঃ।

পূজাশেষে এইপ্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা অবশ্য কর্ত্তব্য—

অপরাধ ক্ষমাপণ-মন্ত্র—

ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥
যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া॥

রাধে, গোবিন্দ-প্রিয়ে, তোমার নিকট আমি সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করি যে,—তুমি সহ শ্রীগোবিন্দ আমাকে তোমাদের বলিয়াই জান'। হে রাধে, বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, করুণামৃতের প্রবাহিনী, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে নিজ চরণকমলের দাস্য প্রদান কর।

✶**উপাঙ্গ-পূজা**—শ্রীরাধা কৃষ্ণের স্নানের পর অর্চ্চনপাত্রে শালগ্রাম স্থাপন করিয়া অথবা তৎঅভাবে অর্চ্চনপাত্রে শ্রীযুগলকে ভাবনা করিয়া অর্চ্চন করিবার সময় ধূপ ও দীপ নিবেদনের পর উপাঙ্গ-পূজা সম্পাদন করা যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে 'মুখবেণু' প্রভৃতির পূজামন্ত্রে অর্চ্চনপাত্রে পুষ্পদান করিবেন।

বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎকিঞ্চিদুপপাদিতম্।
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনম্বা তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতম্।
ক্ষন্তুর্মহসি তৎ সর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাম্॥
স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতম্॥
অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্॥

(হে জনার্দ্দন! হে দেব! মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন যে পূজা আমার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা তোমার দয়ায় পরিপূর্ণতা লাভ করুক। কেবল ভক্তিমাত্র সম্বল করিয়া পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু নিবেদিত হইয়াছে, সেই সব নৈবেদ্য তুমি কৃপা করিয়া গ্রহণ কর। মন্ত্রহীন, বিধিহীন যাহাকিছু আমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, অথবা যে ক্রিয়া বা মন্ত্র হয় নাই, তাহা সকলই তুমি ক্ষমা করিতে সমর্থ। অজ্ঞানে অথবা সজ্ঞানে যাহা কিছু অশুভ আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে, তাহা সকলই তুমি ক্ষমা করিয়া আমাকে নিজ দাসরূপে অঙ্গীকার কর। হে বিষ্ণো! আমার স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্য প্রভৃতি সকল চেষ্টাই যেন সর্ব্বাত্মভাবে তোমার উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয়। হে মধুসূদন! আমি দিবানিশি সহস্র অপরাধ করিতেছি। কিন্তু তুমি আমাকে তোমার দাস বলিয়া মনে করিয়া সে-সকল অপরাধ ক্ষমা কর। হে গোবিন্দ, তোমার প্রতিজ্ঞা যে, 'আমার ভক্তের বিনাশ নাই'—তাহাই আমি স্মরণ করিতে করিতে প্রাণ ধারণ করিতেছি।)

শ্রীতুলসীপূজা

অবশেষে শ্রীমন্দিরে সিংহাসনের বামে টবে স্থাপিত শ্রীতুলসীদেবীর পূজা করিবেন।

প্রার্থনা— নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মেঽবিদ্যাং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥১॥

স্নান-মন্ত্র— (ওঁ) গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনীম্॥২॥

অর্ঘ্য-মন্ত্র— শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর-সৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥৩॥

পূজা-মন্ত্র— **এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।**
ইদং শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।
ইদং মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদিকং সর্ব্বং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।
ইদম্ আচমনীয়ং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।

প্রণাম— বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥৪॥

১। হে তুলসি দেবি! দেবতাগণ পুরাকালে তোমার মহিমা নির্ণয় করিয়াছেন। সুরাসুর সকলের দ্বারা তুমি পূজিতা। তোমাকে নমস্কার—তুমি আমার অবিদ্যা হরণ কর ও আমার পূজা গ্রহণ কর।

২। শ্রীগোবিন্দ-প্রিয়, ভক্তের চৈতন্য-কারিণী, জগন্মাতা ও কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী শ্রীতুলসী দেবীকে আমি স্নান করাইতেছি।

৩। হে দেবি তুলসি! তুমি লক্ষীর আশ্রয় ও নিবাসস্থান। শ্রীধর সর্ব্বদা তোমাকে সমাদর করেন। তোমাকে নমস্কার। ভক্তিসহকারে আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর।

৪। হে কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনি, হে দেবি, শ্রীকেশবের প্রিয়া, বৃন্দা, তুলসীদেবী, সত্যবতী তোমাকে বারম্বার প্রণাম।

স্তুতি— মহাপ্রসাদ-জননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধিহরী নিত্যং তুলসি ত্বং নমোহস্তু তে॥৫॥

অতঃপর বাহিরে আসিয়া ৩বার উচ্চ শঙ্খবাদন, জয়দান ও ৪বার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণের চরণামৃতপান ও নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিবেন। শ্রীচরণামৃত প্রথমে পান করিয়া পরে মাথায় দিতে হয়। ইহার বিপরীত করিলে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কথিত হয়।

চরণামৃতপান-মন্ত্র (সাধারণ-মন্ত্র)—
অকাল-মৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

(অকাল-মৃত্যু হরণকারী, সর্ব্বরোগ বিনাশকারী, শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত পান করিয়া আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি।)

শ্রীগুরু-চরণামৃত-পানমন্ত্র—
অশেষ-ক্লেশনিঃশেষ-কারণং শুদ্ধ-ভক্তিদম্।
গুরোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

(অশেষ ক্লেশের নিঃশেষ-কারণ ও শুদ্ধ-ভক্তিপ্রদ শ্রীগুরুর চরণামৃত পান করিয়া আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি।)

শ্রীগৌরচন্দ্র-চরণামৃত-পানমন্ত্র—
অশেষ-ক্লেশনিঃশেষ-কারণং শুদ্ধ-ভক্তিদম্।
গৌরপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

(অর্থ—পূর্ব্ববৎ)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণামৃত-পানমন্ত্র—
রাধাকৃষ্ণ-পাদোদকং প্রেমভক্তিপ্রদং মুদা।
ভক্তিভরেণ বৈ পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

(প্রেমভক্তি-প্রদাতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণামৃত সানন্দে ও ভক্তিপূর্ণ-ভাবে পান করিয়া আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি।)

৫। হে তুলসি! তুমি মহাপ্রসাদ-জননী, সর্ব্ব সৌভাগ্য বৃদ্ধিকারিণী এবং নিত্য আধি-ব্যাধি- হরণকারিণী—তোমাকে নমস্কার।

শ্রীনিত্যানন্দ-অর্চ্চন

ধ্যান— কুঞ্জরেন্দ্র-বিনিন্দি-সুন্দরগতিং শ্রীপাদমিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যাম-সদম্বরং তনুরুচা সান্ধ্যেন্দু-সংমর্দ্দকম্।
প্রেমোদ্‌ঘুর্ণ-সুকঞ্জ-খঞ্জন-মদাজিন্নেত্রং হাস্যাননং
নিত্যানন্দমহং স্মরামি সততং ভূষোজ্জলাঙ্গ-শ্রিয়ম্॥

[যাঁহার সুন্দর গতি (গমন) গজেন্দ্র-গমনকে নিন্দা করে, ইন্দীবর (নীলপদ্ম)-শ্রেণীর ন্যায় নীল যাঁহার বস্ত্র, যিনি অঙ্গকান্তি-দ্বারা সন্ধ্যাকালীন পূর্ণচন্দ্রকে সংমর্দ্দন করেন, প্রেমে উদ্‌ঘূর্ণিত যাহার নেত্রযুগল সুকঞ্জ ও খঞ্জনের গর্ব্বকে জয় করে এবং অঙ্গ-শোভা উজ্জ্বলভূষণ-স্বরূপ, সেই হাস্যবদন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে সর্ব্বদা স্মরণ করি।]

পূজামন্ত্র— ক্লীং দেব-জাহ্নবী-বল্লভায় স্বাহা।

গায়ত্রী-মন্ত্র—ক্লীং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে, সঙ্কর্ষণায় ধীমহি, তন্নো বলঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রণাম-মন্ত্র— নিত্যানন্দ! নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে।
কলৌ কল্মশ-নাশায় জাহ্নবা-পতয়ে নমঃ॥

[প্রেমানন্দ-প্রদাতা, কলিযুগে কল্মশ-নাশক, জাহ্নবা-পতি হে নিত্যানন্দ, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।]

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য-রামঃ শরণং মমাস্তু॥

[সঙ্কর্ষণ, কারণতোয়শায়ী মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু এবং শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই 'শ্রীনিত্যানন্দ'-নামক 'বলরাম'-প্রভু আমার শরণ হউন।]

শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজার ন্যায়ই উপরিউক্ত পূজামন্ত্রদ্বারা সকল দ্রব্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে নিবেদন করিবেন।

শ্রীঅদ্বৈত-অর্চ্চন

ধ্যান— সদ্ভক্তালি-নিষেবিতাঙ্ঘ্রিকমলং কুন্দেন্দু-শুক্লাম্বরং
শুদ্ধস্বর্ণরুচিং সুবাহুযুগলং স্মেরাননং সুন্দরম্।
শ্রীচৈতন্যদৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গ-ভূষাঞ্চিত-
মদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভুম্॥

[যাহার পদকমল ভক্তগণ-কর্ত্তৃক নিষেবিত, যিনি কুন্দপুষ্প ও ইন্দুর (চন্দ্রের) ন্যায় শুক্ল বস্ত্রধারী, অমিশ্র স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, বাহুযুগল অতি সুন্দর, বদন হাস্যময় পরমসুন্দর, যিনি শ্রীচৈতন্য প্রতি সর্ব্বদা নিবদ্ধ-দৃষ্টি, বর ও অভয়-মুদ্রায় স্থিতহস্ত, প্রেমভূষণে ভূষিত-অঙ্গ, সেই পরমানন্দ-কন্দ অদ্বৈত প্রভুকে আমি স্মরণ করি।]

পূজামন্ত্র— ক্লীং অদ্বৈতায় স্বাহা।

গায়ত্রী-মন্ত্র—ক্লীং অদ্বৈতায় বিদ্মহে, মহাবিষ্ণবে ধীমহি, তন্নো অদ্বৈতঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রণাম-মন্ত্র— শ্রীঅদ্বৈত! নমস্তুভ্যং কলিজন-কৃপানিধে।
গৌরপ্রেম-প্রদানায় শ্রীসীতা-পতয়ে নমঃ॥

[গৌরপ্রেম-প্রদাতা, শ্রীসীতাপতি, হে কলিজন-প্রতি কৃপার সমুদ্র শ্রীঅদ্বৈত প্রভো! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।]

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

[জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু, যিনি মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তাঁহারই অবতার এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য। হরি হইতে অভিন্ন বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত' এবং ভক্তিশিক্ষা দেন বলিয়া তিনি 'আচার্য্য'—সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।]

শ্রীরামচন্দ্র-অর্চ্চন

ধ্যান— বৈদেহী-সহিতং সুরদ্রুম-তলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধ্যে-পুষ্পকমাসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জন-সুতে তত্ত্বং মুনিভ্যঃ পরং
ব্যাখ্যান্তং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্॥

(সুরবৃক্ষ-তলে স্বর্ণমণ্ডিত মহামণ্ডপ মধ্যে মণিময় পুষ্পক-আসনে শ্রীসীতাদেবী সহিত যিনি বীরাসনে সংস্থিত ও ভরতাদি ভ্রাতৃগণ-দ্বারা পরিবৃত এবং অগ্রে স্থিত শ্রীহনুমান কহিলে পর মুনিগণের সহিত যিনি পরতত্ত্ব-ব্যাখ্যারত, সেই শ্যামলাঙ্গ শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি।)

পূজা-মন্ত্র—রাং রামচন্দ্রায় নমঃ।

গায়ত্রী—রাং রামচন্দ্রায় বিদ্মহে জানকীবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রণাম-মন্ত্র—'ওঁ নমো ভগবতে উত্তমঃশ্লোকায় নম আর্য্য-লক্ষণ-শীলব্রতায়
নম উপশিক্ষিতাত্মন উপাসিত-লোকায় নমঃ সাধুবাদ-নিকষণায়
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহারাজায় নমঃ।' (ভাঃ ৫।১৯।৩)

(আমি সেই উত্তমশ্লোক শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি; যাঁহাতে আর্য্যগণের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ লক্ষণ, স্বভাব এবং আচার বর্ত্তমান, যিনি সর্ব্বদা সংযত-চিত্ত এবং লোকরঞ্জনের নিমিত্ত লৌকিক আচরণের অনুবর্ত্তনকারী, যিনি সদ্‌গুণের নির্দ্ধারণকারী 'নিকষ'-প্রস্তর স্বরূপ, যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, মহাপুরুষ এবং মহারাজ, তাঁহাকে নমস্কার করি।)

দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামতো জানকী শুভা।
পুরতো মারুতীর্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্॥

(যাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে ধনুর্দ্ধারী শ্রীলক্ষ্মণ, বামপার্শ্বে কল্যাণী শ্রীজানকী, এবং অগ্রে বায়ুপুত্র শ্রীহনুমান্, সেই রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি।)

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

(শ্রীরাম, রামচন্দ্র, রামভদ্র, বিধাতা, রঘুনাথ, নাথ, শ্রীসীতার পতিকে নমস্কার।)

শ্রীনৃসিংহ-অর্চ্চন

ধ্যান—প্রতপ্ত-চামীকর-চণ্ডলোচনং, স্ফুরৎ-সটাকেশর-জৃম্ভিতাননম্।
করাল-দংষ্ট্রং করবাল-চঞ্চল-, ক্ষুরান্তজিহ্বং ভ্রুকুটী-মুখোল্বণম্॥
স্তব্ধোর্দ্ধ-কর্ণং গিরি-কন্দরাদ্ভুত-, ব্যাত্তাস্য-নাসং হনুভেদ-ভীষণম্।
দিবিস্পৃশৎ-কায়মদীর্ঘ-পীবর-, গ্রীবোরু-বক্ষঃস্থলমল্প-মধ্যমম্॥
চন্দ্রাংশু-গৌরৈচ্ছুরিতং তনূরুহৈ-, র্বিষ্বগ্-ভুজানীক-শতং নখায়ুধম্।
দুরাসদং সর্ব্ব-নিজেতরায়ুধ-, প্রবেক-বিদ্রাবিত-দৈত্যদানবম্॥
(ভাঃ৭।৮।২০-২২)

(যাঁহার ভয়ংকর নয়ন উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, জটা ও কেশর সমন্বিত বিস্ফারিত মুখ, বিকট দন্ত, খড়্গের ন্যায় চঞ্চল ও ক্ষুরধার-তুল্য জিহ্বা, ভ্রুকুটী-হেতু ভয়ংকর বদন, উর্দ্ধমুখী কর্ণ, পর্ব্বত-গুহা-তুল্য বিস্তৃত মুখ ও নাসিকা-ছিদ্র, ভীষণ বিদীর্ণ হনুদেশ, গগনস্পর্শী দেহ,

গ্রীবা—ক্ষুদ্র কিন্তু স্থূল, বক্ষঃস্থল—বিশাল, মধ্যদেশ—ক্ষীণ, চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ রোমাবৃত শরীর, সর্ব্বদিক্ প্রসারিত নখাস্ত্র-যুক্ত শতবাহু ও দৈত্য-দানব-বিদারণকারী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম প্রভৃতি নিজ অস্ত্রসমূহ এবং বজ্রাদি অন্য প্রধান অস্ত্রসমূহে সেই সকল বাহু শোভিত—সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে ধ্যান করি।)

পূজামন্ত্র— ওঁ ক্ষ্রৌং নৃসিংহদেবায় স্বাহা।

অর্ঘ্যমন্ত্র— নৃসিংহাচ্যুত দেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে।
অনেনার্ঘ্য-প্রদানেন সফলাঃ স্যুর্মনোরথাঃ॥

(হে নৃসিংহ, অচ্যুত, দেবেশ্বর, লক্ষ্মীকান্ত, জগন্নাথ, এই অর্ঘ্য-প্রদানদ্বারা আমার সকল মনোবাঞ্ছা সফল হউক্।)

গায়ত্রী—ওঁ উগ্রদংষ্ট্রায় বিদ্মহে বজ্রনখায় ধীমহি তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রণাম-মন্ত্র— ওঁ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুর্মৃত্যুং নমাম্যহম্॥

(যিনি উগ্রস্বরূপ, বীর, তেজোময়, সর্ব্বদিকে মুখবিশিষ্ট, ভীষণ, ভদ্র ও মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ, সেই মহাবিষ্ণু শ্রীনৃসিংহকে আমি প্রণাম করি।)

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃ-শিলাটঙ্ক-নখালয়ে॥

(যিনি প্রহ্লাদের আনন্দদায়ী, যাঁহার নখশ্রেণী হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃরূপী প্রস্তরের ভেদনকারী টঙ্ক-স্বরূপ, সেই শ্রীনরসিংহ-রূপী আপনাকে নমস্কার।)

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো, যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

(আমার একদিকে শ্রীনৃসিংহ, অপরদিকে শ্রীনৃসিংহ, যে-স্থানে গমন করি সেই স্থানে শ্রীনৃসিংহ, আমার বাহিরে শ্রীনৃসিংহ, হৃদয়ে শ্রীনৃসিংহ—সেই আদিপুরুষ শ্রীনৃসিংহদেবের শরণাপন্ন হইলাম।)

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীনরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস ওঁ স্বাহা অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ওঁ ক্ষ্রৌম্ ইতি। (ভাঃ ৫।১৮।৮)

(ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবকে নমস্কার; তিনি—তেজঃ সকলেরও তেজঃ; হে বজ্রনখ, হে বজ্রদন্ত, আমাদের কর্ম্মবাসনাসমূহ দাহ করুন, দাহ করুন; অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করুন, বিনাশ করুন; আপনা হইতে আমাদের আত্মাতে অভয় অভয় আবির্ভূত হউক্।)

শ্রীবলদেব-অর্চ্চন

ধ্যান—ধ্যায়মানঃ সুরাসুর-উরগ-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-মুনিগণৈঃ অনবরত-মদমুদিত-বিকৃত-বিহ্বললোচনঃ সুললিত-মুখরিকামৃতেন আপ্যায়মানঃ স্বপার্ষদ-বিবুধ-যুথপতীন্ অপরিম্লান-রাগ-নবনব-তুলসিকা-মোদ-মধ্বাসবেন মাদ্যন্মধুকর-ব্রাত-মধুরগীত-শ্রিয়ং বৈজয়ন্তীং স্বাং বনমালা নীলাবাসা এককুণ্ডলো হলকুকুদি কৃত-সুভগ-সুন্দরভুজো ভগবান্ মহেন্দ্রবারণেন্দ্র ইব কাঞ্চনীং কক্ষ্যাং উদারলীলো বিভর্ত্তি॥

(ভাঃ ৫।২৫।২৭)

(সুর, অসুর, উরগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও মুনিগণ নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। মদভরে তাঁহার নেত্র সর্ব্বদা—উৎফুল্ল, বিকৃত এবং বিহ্বল। সুললিত বচনামৃত-দ্বারা তিনি নিজ পার্ষদ দেবতা-যূথপতিগণকে সর্ব্বদা আপ্যায়িত করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে নীলবসন, কর্ণে এক কুণ্ডল, দুই হস্ত রমণীয় ও সুন্দর; পৃষ্ঠদেশে তাঁহার 'হল' বিদ্যমান; তাঁহার লীলা—অতি উদার। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত যেমন গলদেশে কাঞ্চনময়ী রজ্জু ধারণ করে, তিনিও সেইরূপ গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া আছেন, তাহাতে যে নব-নব-তুলসী গ্রথিত আছে, তাহার কান্তি কখনও ম্লান হয় না, তাহার মধুর রস-সৌরভে মত্ত হইয়া ভ্রমরগণ মধুর গুঞ্জন করিতেছে, তাহাতে সেই মাল্য অতি অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছে—আমি এইরূপ শ্রীবলদেবকে ধ্যান করি।)

পূজামন্ত্র—ওঁ বলদেবায় নমঃ।

গায়ত্রী—ওঁ বলদেবায় বিদ্মহে রোহিণীনন্দায় ধীমহি তন্নো বলঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রণাম—ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণ-সংখ্যানায় অনন্তায় অব্যক্তায় নমঃ (ভাঃ ৫।১৭।১৭)

(প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক আমি সেই মহাপুরুষ ভগবান্, সর্ব্বগুণের প্রকাশক, অনন্ত ও অপ্রমেয়কে নমস্কার করি।)

নমস্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্ত-বৎসল।
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর
প্রলম্বারে নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ-পূর্ব্বজ॥

(হে হলধর, তোমাকে নমস্কার, হে মুষলধারিন্ তোমাকে নমস্কার, হে রেবতীনাথ তোমাকে নমস্কার, হে ভক্তবৎসল তোমাকে নমস্কার, হে বলিগণের মধ্যে উত্তম, তোমাকে

নমস্কার, হে ধরণীধর তোমাকে নমস্কার, হে প্রলম্ব-নাশন তোমাকে নমস্কার, হে কৃষ্ণপূর্ব্বজ আমাকে তুমি রক্ষা কর।)

প্রার্থনা—ভজে ভজেন্যারণ-পাদপঙ্কজং ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্।
ভক্তেষ্বলং ভাবিত-ভূতভাবনং ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরম্॥
(ভাঃ ৫।১৭।১৮)

(হে ভজনীয়, আপনি—পরম ঈশ্বর। আপনার অভয় পাদপদ্ম ভক্তগণের ভয় বিদূরিত করে। আপনি—সমগ্র ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। আপনি ভক্তগণ-সমক্ষেই আপনার নিজ ভক্তপালক-স্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আপনি ভক্তগণের সংসার মোচন করেন এবং অভক্তদিগকে সংসারে আসক্ত করাইয়া থাকেন। হে পরমেশ! আমি আপনাকে ভজনা করি।)

শ্রীবামন-অর্চ্চন

ধ্যান— ওঁ শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্কং পূর্ণেন্দু-সদৃশ-দ্যুতিম্।
সুন্দরং পুণ্ডরীকাক্ষমতিখর্ব্বতরং হরিম্॥
মেখলা-জিন-দণ্ডাদি-চিহ্নেনাঙ্কিতমীশ্বরম্।
বটুবেশধরং বন্দে সর্ব্ববেদান্ত-গোচরম্॥

(শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ-ভূষিত যাঁহার বক্ষঃস্থল, পূর্ণচন্দ্র-তুল্য কান্তি, সুন্দর পদ্মলোচন, যিনি অতি ক্ষুদ্রাকৃতি, মেখলা, জিন, দণ্ড প্রভৃতিদ্বারা শোভিত এবং বটুবেশ-ধারী, সেই সর্ব্ববেদান্তগোচর শ্রীহরিকে বন্দনা করি।)

পূজামন্ত্র— ওঁ বামনায় নমঃ।

অর্ঘ্যমন্ত্র— বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্ত-ত্রিভুবনায় চ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং বামনায় নমোঽস্তু তে॥

(ত্রিভুবন অতিক্রমকারী শ্রীবামনদেব আপনাকে নমস্কার! আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন। আপনাকে পুনরায় নমস্কার।)

দানমন্ত্র— বামনো বুদ্ধিদো দাতা দ্রব্যস্থো বামনঃ স্বয়ম্।
বামনশ্চ প্রতিগ্রাহী তেন মে বামনে রতিঃ॥

(শ্রীবামনদেব বুদ্ধিদানকারী, দাতা, দ্রব্যের অধিপতি বামন স্বয়ং, সেই শ্রীবামনই দান-গ্রহিতা, অতএব আমার বামনদেবে প্রীতি হউক।)

প্রণাম-মন্ত্র— লব্ধ্বা বৈরোচনাদ্ভূমিং পদ্ভ্যাং দ্বাভ্যামতীত্য যঃ।
আব্রহ্ম ভুবনং ক্রান্তং বামনং তং নমাম্যহম্॥

(যিনি বিরোচন-নন্দন বলির নিকট হইতে ত্রিপাদ-স্থান দান লাভ করিয়া দ্বিপাদ-দ্বারা ভূঃ লোক অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীভগবান্ বামনদেবকে নমস্কার করি।)

ত্রৈলোক্য-রাজ্যমাচ্ছিদ্য বলেরিন্দ্রায় যৌ দদৌ।
নমস্তস্মৈ সুরেশায় সদা বামনরূপিণে॥

(যিনি বলির নিকট হইতে ত্রৈলোক্য-রাজ্য ছিনিয়া লইয়া ইন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন। সেই শ্রীবামনরূপী সুরেশ্বরকে সদা নমস্কার করি।)

শ্রীবরাহ-অর্চ্চন

ধ্যান— আপাদং জানুদেশাদ্বরকনকনিভং নাভিদেশাদধস্তা-
ন্মুক্তাভং কণ্ঠদেশাত্তরুণ-রবিনিভং মস্তকান্নীলভাসম্।
ঈড়ে হস্তৈর্দধানং রথচরণ-দরৌ খড়্গ-খেটৌ গদাখ্যং
শক্তিং দানাভয়ে চ ক্ষিতিধরণ-লসদ্দংষ্ট্রমাদ্যং বরাহম্॥

(যাঁহার শ্রীচরণ হইতে জানুদেশ পর্য্যন্ত উজ্জ্বল স্বর্ণ-তুল্য বর্ণ, নাভিদেশ হইতে নীচে মুক্তাতুল্য কান্তি, কণ্ঠদেশ হইতে তরুণ সূর্য্য-তুল্য, মস্তক হইতে নীলাভ বর্ণবিশিষ্ট, হস্তে চক্র ও শঙ্খ, খড়্গ ও ঢাল, 'গদা' নামক শক্তি এবং দান ও অভয়-মুদ্রা ধারণকারী, পৃথিবী-ধারণদ্বারা শোভিত-দন্ত সেই আদ্য বরাহকে স্তব করি।)

পূজা-মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায়।

গায়ত্রী—ওঁ বরাহদেবায় বিদ্মহে যজ্ঞরূপায় ধীমহি তন্নো বরাহঃ প্রচোদয়াৎ

প্রণাম-মন্ত্র— ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্ব-লিঙ্গায় যজ্ঞক্রতবে
মহাধ্বরাবয়বায় মহাপুরুষায় নমঃ কর্ম্মশুক্লায়
ত্রিযুগায় নমস্তে। (ভাঃ ৫।১৮।৩৫)

(ভগবান্ মহাপুরুষকে নমস্কার—মন্ত্রদ্বারা যাঁহার যাথাত্ম্য অবগত হওয়া যায়, যিনি যজ্ঞ ও ক্রতু-স্বরূপ, মহামহাযজ্ঞসকল যাঁহার অবয়ব-স্বরূপ, যিনি যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ, সেই ত্রিযুগ আপনাকে নমস্কার।)

প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং মৃধে যো মাং রসায়া জগদাদিশূকরঃ।
কৃত্বাগ্রদংষ্ট্রে নিরাগাদুদন্বতঃ ক্রীড়ন্নিবেভঃ প্রণতাস্মি তং বিভুম্॥
(ভাঃ ৫।১৮।৩৯)

(হস্তি যেরূপ দন্তাগ্রে পদ্মনাল লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে জলাশয় হইতে বহির্গত হয়, আপনিও সেইরূপ আদি-বরাহরূপে প্রতিদ্বন্দি-গজতুল্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া দন্তাগ্রে রসাতলগত পৃথিবীকে ধারণপূর্ব্বক প্রলয়-সাগর হইতে নির্গত হইয়াছিলেন,—সেই পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম করি।)

শ্রীরাধিকা-অর্চ্চন

ধ্যান— স্মেরাং শ্রীকুঙ্কুমাভাং স্ফুরদরুণ-পটপ্রান্ত-ক্লিপ্তাবগুণ্ঠাং
রম্যাং বেশেন বেণীকৃত-চিকুর-শিখালম্বি-পদ্মাং কিশোরীম্।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ-যুক্ত্যা হরিমুখকমলে যুঞ্জতীং নাগবল্লী-
পর্ণং কর্ণায়তাক্ষীং ত্রিজগতে মধুরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি॥

(যিনি ঈষৎ হাস্যময়ী, সৌন্দর্য্যে কুঙ্কুম-বর্ণা, বেশে রমণীয়া, উজ্জ্বল অরুণ-বস্ত্রের প্রান্তভাগ (অঞ্চল) দ্বারা রচিত ঘোমটা-যুক্তা, বেণীকৃত চিকুর (কেশ)-শিখায় দোলায়মান পদ্মপুষ্প-বিশিষ্টা, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে তাম্বূল-অর্পণকারিণী, কিশোরী, কর্ণপর্য্যন্ত বিস্তৃত-নয়নী, ত্রিজগতে মধুরা শ্রীরাধিকাকে অর্চ্চন করি।)

পূজা-মন্ত্র—শ্রীং রাং রাধিকায়ৈ স্বাহা।

গায়ত্রী—শ্রীরাধিকায়ৈ বিদ্মহে, প্রেমরূপায়ৈ ধীমহি, তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ।

প্রণাম— তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥
মহাভাব-স্বরূপা ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়া-বরীয়সি।
প্রেমভক্তিপ্রদে দেবি রাধিকে ত্বাং নমাম্যহম্॥

(হে তপ্তস্বর্ণ-তুল্য গৌরবর্ণা, হে রাধিকা, বৃন্দাবনেশ্বরি, হে বৃষভানু-মহারাজের দুলালী, হে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া, হে দেবি, তোমাকে প্রণাম করি। হে রাধিকে, তুমি মহাভাবস্বরূপিণী, কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, হে প্রেমভক্তি-প্রদায়িনী, দেবি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।)

মখেশ্বরি ক্রিয়েশ্বরি স্বধেশ্বরি সুরেশ্বরি
ত্রিবেদ-ভারতীশ্বরি প্রমাণ-শাসনেশ্বরি।
রমেশ্বরি ক্ষমেশ্বরি প্রমোদ-কাননেশ্বরি
ব্রজেশ্বরি ব্রজাধিপে শ্রীরাধিকে নমোঽস্তু তে॥

(হে রাধিকে, তুমি সমগ্র যজ্ঞ তথা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেরও অধিশ্বরী, মূলশক্তিতত্ত্ব বলিয়া তুমি সমগ্র ক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী, তুমি স্বধা-নাম্নী দেবীর স্বামিনী, সকল দেব-দেবীগণের আরাধ্য ঈশ্বরী, বেদত্রয়ে বাণীসমূহের ঈশ্বরী, প্রমাণ-রূপ শাস্ত্রশাসনের অধিরাজ্ঞী, তুমি রমাদেবী ক্ষমাদেবীরও পূজ্যেশ্বরী, প্রমোদ-কানন—শ্রীবৃন্দাবনের অধিশ্বরী, সমগ্র ব্রজমণ্ডলের অধিকারিণী এবং পালয়িত্রী—তোমাকে নমস্কার।)

শ্রীগোবর্দ্ধন-অর্চ্চন

পূজামন্ত্র— গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুল-ত্রাণকারক।
বিষ্ণুবাহুকৃতোচ্ছ্রায় গবাং কোটি-প্রদো ভব॥

(হে গোবর্দ্ধন! তুমি পৃথিবীর ধারক ও গোকুলের পরিত্রাণকারী, শ্রীকৃষ্ণ বাহুদ্বারা লালিত হইয়া ছত্রাকারে উত্থাপিত তুমি কোটি গাভী-প্রদ হও।)

গো-পূজামন্ত্র— লক্ষ্মীর্যা লোকপালানাং ধেনুরূপেণ সংস্থিতা।
ঘৃতং বহতি যজ্ঞার্থে যমপাশং ব্যপোহতু॥
অগ্রতঃ সন্তু মে গাবো গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ।
গাবো মে পার্শ্বতঃ সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্॥

(যে লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রাদি লোকপালগণের ধেনুরূপে অবস্থিতা এবং যজ্ঞের জন্য ঘৃত দান করিতেছেন, সেই তিনি যমপাশকে মোচন করুন। আমার অগ্রে গাভীগণ থাকুন, গাভীগণ আমার পশ্চাতে থাকুন, গাভীগণ আমার উভয়পার্শ্বে থাকুন, গাভীগণ মধ্যে আমি বাস করিব।)

প্রণাম-মন্ত্র— গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো
যো গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্য্যঃ।
কৃষ্ণেন শক্রমখভঙ্গকৃতার্চ্চিতো যঃ
সপ্তাহমস্য করপদ্মতলেঽপ্যবাৎসীৎ॥

(যিনি পর্ব্বতকুলের রাজা, গোপিকাগণ যাঁহাকে 'হরিদাসবর্য্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া যাঁহার অর্চ্চন করিয়াছেন, এবং তাঁহার হস্তপদ্ম-তলে সপ্তাহকাল যিনি অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোবর্দ্ধন জয়যুক্ত হউন।)

সপ্তাহমেবাচ্যুত-হস্ত-পঙ্কজে ভৃঙ্গায়মানং ফলমূল-কন্দরৈঃ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈর্গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি॥

(যিনি সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণের হস্তকমলে ভৃঙ্গরূপে বিরাজমান, যিনি ফল-মূল ও কন্দর-সমূহ দ্বারা নিজগণ সহ শ্রীহরিকে সম্যক্ সেব্যমান, সেই শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে আমি মস্তকদ্বারা প্রণাম করি।)

মধ্যাহ্নভোগ ও আরাত্রিক

বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নভোগ, বৈকালিক শীতলভোগ এবং রাত্রিকালীন ভোগ—সকল ভোগ-প্রদানের প্রণালী একইপ্রকার। মধ্যাহ্নভোগ ও আরাত্রিক দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই অর্থাৎ ১২ ঘটিকা-মধ্যেই সম্পন্ন হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ (বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ), শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগুরুদেবের পৃথক্ পৃথক্ ভোগের পারশ হওয়া উচিত। অসমর্থপক্ষে একটা ভোগ-পারশও হইতে পারে। পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ থাকিলে পৃথক্ পৃথক্ ভোগ-পারশ করাই কর্ত্তব্য।

সকল ভোগ-প্রদানের প্রণালী 'বাল্যভোগ'-প্রদানেরই ন্যায় (১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কেবল মধ্যাহ্নভোগ-প্রদানের সময় 'ভোগারতি-কীর্ত্তন' নিম্নলিখিত উপায়ে করিবেন। শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীকে সর্ব্ব ভোগ-দ্রব্য নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়া গৌরগায়ত্রী ও কামগায়ত্রী জপ-শেষে এই ভোগারতি কীর্ত্তন করিবেন—

ভোগারতি কীর্ত্তন

ভজ ভকত-বৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দ-যশোমতী-চিত্তহারী॥
বেলা হ'ল দামোদর, আইস এখন।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন॥
নন্দের নির্দ্দেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেবসহ সখা বৈসে সারি সারি॥

শুক্‌তা শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডাল্‌না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখণ্ড॥
মুদ্গাবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন॥
কর্পূর অমৃতকেলি রম্ভা ক্ষীরসার।
অমৃত রসালা, অম্ল দ্বাদশপ্রকার॥
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতূহলী॥
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন॥
ছলে-বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল॥
রাধিকাদি-গণে হেরি' নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে॥

ইহার পর ৩বার করতালি বাজাইয়া ভিতরে প্রবেশ করত আচমনীয় ও তাম্বূল নিবেদন করিয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া কীর্ত্তন করিবেন,—

ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি॥
হস্ত-মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব-সনে॥
জাম্বুল রসাল আনে তাম্বূল মসালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা॥
বিশালাক্ষ শিখিপুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায়॥
যশোমতী-আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধাকৃষ্ণ-গুণ গায়॥

হরিলীলা একমাত্র যাঁহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ॥

তৎপরে ৩বার করতালি বাজাইয়া পুনরায় ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রসাদ শ্রীগুরুদেব, সর্ব্বসখীগণ, সর্ব্ববৈষ্ণবগণ, শ্রীপৌর্ণমাসী ও সর্ব্বব্রজবাসিগণকে মহাপ্রসাদ-নিবেদন-মন্ত্রে অর্পণ করিবে।

ভোগান্তে শ্রীবিগ্রহগণকে চূড়া, বাঁশী, অলঙ্কারাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া যথারীতি ভোগ-আরাত্রিক করিবেন। আরাত্রিক-পদ্ধতি মঙ্গলারাত্রিক-বিধিতে (১৭পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবানের শয়ন

আরাত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহগণের চূড়া, বাঁশী প্রভৃতি খুলিয়া শয়নস্থানে যাইবার প্রার্থনা করিবেন, যথা—

আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব।
দিব্য-পুষ্পাঢ্য-শয্যায়াং সুখং বিহর মাধব॥

[হে কেশব, প্রিয়াগণ সহ তুমি শয়নস্থানে আগমন কর এবং পুষ্প-শোভিত দিব্য শয্যায় সুখে বিহার কর।]

তৎপরে শ্রীগুরুদেবকে শয়নস্থানে নিম্নলিখিত মন্ত্রে আবাহন করিবেন, যথা,—

'আগচ্ছ বিশ্রামস্থানং স্বগণৈঃ সহ শ্রীগুরো।'

[হে শ্রীগুরুদেব, তুমি নিজজন সহ বিশ্রামস্থানে আগমন কর।]

অতপরঃ যথাক্রমে সুবাসিত পানীয়, সকর্পূর তাম্বূল, মাল্য ও পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি নিবেদন করত দণ্ডবৎ-প্রণামান্তে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ-রাধাকৃষ্ণকে শয়ন দিবার পর শ্রীমহাপ্রসাদকে নমস্কার করিয়া তন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং জয়ধ্বনি-সহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান করিবেন। ভোজনান্তে বৈষ্ণব-সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী, ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন ও সনির্ব্বন্ধ হরিনাম-কীর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য।

অপরাহ্ণ-কৃত্য

ঊষাকালের প্রবোধন-বিধি অনুসারে শ্রীবিগ্রহগণকে জাগরিত করাইয়া সুশীতল সুবাসিত পানীয় ও স্বল্প ভোগ নিবেদনান্তে উত্তম উত্তম শৃঙ্গার করত মন্দিরের দ্বার দর্শনার্থ উদ্ঘাটন করিবেন।

স্বায়ং-কৃত্য

সন্ধ্যাকালে বিধিপূর্ব্বক সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া ভক্তিসহকারে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিক করিবেন। উহা মঙ্গলারাত্রিক-বিধি মতে হইবে। আরতির শেষে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তনাদি অবশ্যই করণীয়।

রাত্রি-কৃত্য

রাত্রিতে একপ্রহরের মধ্যে শ্রীভগবানের ভোগ ও শয়ন-আরতি সমাপ্ত করিয়া শয়ন দিবেন। শয়ন দিবার বিধি মধ্যাহ্নের ন্যায় হইবে। অতঃপর শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মানান্তে শ্রীনাম-কীর্ত্তনসহ বিশ্রাম করিবেন।

পঞ্চামৃত-শোধন-মন্ত্র

শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমাদি বিশেষ বিশেষ তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণকে বা শ্রীশালগ্রামকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইতে হইলে প্রথমে পঞ্চামৃতের প্রত্যেকটি দ্রব্যকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে শোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যে-দ্রব্যের যে-পাত্র, সেই পাত্র স্পর্শ করিয়া সেই দ্রব্যের মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন।—

দুগ্ধ—ওঁ পয়ঃ পৃথিব্যাং পয় ওষধীষু পয়ো দীব্যন্তরীক্ষে পয়োধা পয়স্বতী প্রদিশঃ সন্তু মহ্যম্।

দধি—ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভিনো মুখাকরৎ প্রাণ আয়ুংষি তারিষৎ।

ঘৃত—ওঁ ঘৃতং ঘৃতপাবানঃ পিবত বসাং বসা পাবানঃ পিবতান্তরীক্ষস্য হবিরসি স্বাহা। দিশঃ প্রদিশ আদিশো বিদিশ উদ্দিশো দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা।

চিনি—ওঁ অপাং রসং উদ্বয়সং সূর্য্যে সন্তং সমাহিতং অপাং রসস্য যো রসস্তং বো গৃহ্ণামি উত্তমমুপযাম গৃহীতোঽসীন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় তে জুষ্টতমম্।

মধু—ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্ নো বনস্পতিঃ মধুমানস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

শ্রীপুরুষসূক্ত-মন্ত্রে ভগবৎপূজা-বিধি

১। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ **ইতি আসনম্॥**

২। ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদ্ অন্নেনাতিরোহতি॥ **ইতি স্বাগতম্॥**

৩। ওঁ এতাবানস্য মহিমাহতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদ্ অস্যামৃতং দিবি॥ **ইতি পাদ্যম্॥**

৪। ওঁ ত্রিপাদ্-ঊর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্যেহাহভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনাহনশনে অভি॥ **ইতি অর্ঘ্যম্॥**

৫। ওঁ তস্মাৎ বিরাড্ অজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ॥ **ইতি আচমনীয়ম্॥**

'পুরুষসূক্ত'-মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ—

১। (হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী) এই পুরুষাবতার সহস্র (অর্থাৎ অনন্ত) মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণবিশিষ্ট। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান, আবার জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রদেশমাত্র দশাঙ্গুল (অন্তর্যামী) পুরুষকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান।

২। বর্ত্তমানে যে জগৎ বিরাজমান, অথবা যাহা অতীতে ছিল এবং যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহা সকলই এই পুরুষেরই প্রকাশ। তিনি অমৃতত্বের অধিপতি। সেই অমৃতত্ব—অন্নদ্বারা বর্দ্ধমান সত্তার অতীত এবং সেই সব সত্তার অবসানেও নিত্য বর্ত্তমান।

৩। এই পুরুষের এরূপ মহিমা (বিভূতি) যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার বিভূতির এক পাদ (এক চতুর্থাংশ) মাত্র এবং অপর ত্রিপাদ বিভূতি—অবিনশ্বর ও দিব্যলোকে (পরব্যোমে) অবস্থিত; কিন্তু এই সকল বিভূতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এই পুরুষ।

৪। সেই পুরুষ ঊর্দ্ধে (পরব্যোমে) ত্রিপাদ বিভূতির সহিত সদা বিরাজমান। এবং

৬। ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যান্ আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে॥ **ইতি মধুপর্কঃ॥**

৭। ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদ্ অজায়ত॥ **ইতি স্নানম্॥**

৮। ওঁ তস্মাৎ অশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাৎ জাতা অজা বয়ঃ॥ **ইতি বস্ত্রম্॥**

৯। ওঁ তৎ যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥ **ইতি যজ্ঞসূত্রম্॥**

১০। ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ-পাদা উচ্যেতে॥ **ইতি অলঙ্কারঃ॥**

১১। ওঁ ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরুঃ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত॥ **ইতি গন্ধঃ॥**

ইহলোক ইঁহার একপাদ-বিভূতি পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। অশনাদি ক্রিয়াসহিত 'চর'-জীব ও অশনাদি ক্রিয়ারহিত 'অচর' জীব—এই উভয় জগৎ ব্যাপিয়া বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন।

৫। তাঁহা হইতে বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ড দেহ) সৃষ্ট হইল এবং সেই বিরাট্ দেহের অধিষ্ঠাতা ঐ পুরুষ; তিনি অতিরিক্ত দেব-তির্য্যকাদি রূপ হইলেন, পশ্চাৎ 'ভূমি' ও তদনন্তর 'পূর' অর্থাৎ জীবগণের শরীর সৃষ্টি করিলেন।

৬। সেই সকলের যজনীয় যজ্ঞরূপ পুরুষ হইতে দধি, আজ্য (ঘৃত) প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুসমূহ প্রকাশিত হইল এবং গ্রাম্য, অরণ্য ও বায়ব্য জীবসকল সৃষ্ট হইল।

৭। সকলের যজনীয় সেই যজ্ঞরূপ পুরুষ হইতে ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি ছন্দসকল উৎপন্ন হইল।

৮। তাঁহা হইতে অশ্বসমূহ, উভয়ভাগে দন্তযুক্ত প্রাণিসমূহ, গো, অজ ও পক্ষিগণসমূহ উৎপন্ন হইল।

৯। যাজ্ঞিকগণ সর্ব্বপ্রথমে জাত সেই যজ্ঞরূপী পুরুষকে কুশোপরি প্রোক্ষিত করিলেন এবং সেই পুরুষ-দ্বারা দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞ নিষ্পাদন করিলেন।

১০। দেবতাগণ যে পুরুষকে উৎপাদন করিলেন, তাহাতে কতপ্রকারে কল্পনা করিয়াছিলেন? এই পুরুষের মুখ কে হইল, বাহুদ্বয়, উরুদ্বয়, পাদদ্বয় কে হইল?

১১। ব্রাহ্মণগণ হইলেন এই পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয়রূপী রাজন্য—বাহু, যাঁহারা বৈশ্য তাঁহারা ইঁহার উরু এবং পদযুগল হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।

১২। ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদ্ ইন্দ্রাশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত॥ **ইতি পুষ্পম্॥**

১৩। ওঁ নাভ্যা আসীদ্ অন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্॥ **ইতি ধূপঃ॥**

১৪। ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ হবিঃ॥ **ইতি দীপঃ॥**

১৫। ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্তসমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥ **ইতি নৈবেদ্যম্॥**

১৬। ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥
ইতি নমস্কারঃ॥

১২। ইঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল।

১৩। তাঁহার নাভি হইতে অন্তরীক্ষ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পদযুগল হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌সমূহ এবং এইরূপে সকল লোকের (ভুবনের) কল্পনা হইয়াছিল।

১৪। দেবতাগণ যে 'হবি'-রূপ পুরুষদ্বারা যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে বসন্তকে আজ্য (ঘৃত), গ্রীষ্মকে কাষ্ঠ, শরৎকে হবনীয় দ্রব্যরূপে কল্পনা করিলেন।

১৫। দেবতাগণ যে মানসযজ্ঞের জন্য বিরাট্ পুরুষকে বন্ধনে আবদ্ধ পশুরূপে ভাবনা করিলেন, তাহাতে সপ্তছন্দ যজ্ঞের পরিধি (প্রতিনিধি) এবং একবিংশতি সমিধ (কাষ্ঠ) রূপে কল্পনা করিলেন।

১৬। দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষকে যজন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে জগৎরূপ কার্য্যের মুখ্য ধর্ম্মসমূহ (ভূতসমূহ) হইল এবং যে স্বর্গে (নাকে) পুরাতন সাধকগণ অবস্থান করেন, সেই স্বর্গই তাঁহার উপাসক মহাত্মাগণ লাভ করিয়া থাকেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

১। মঙ্গলারাত্রিকের পূর্ব্বে রাত্রিতে পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে।

২। শ্রীভগবানের শয়নকালে বা অন্য সময়ে প্রদীপের কার্য্য সমাপ্ত হইলে উহা নির্ব্বাপিত করা অত্যন্ত দোষাবহ। প্রদীপটী অর্চ্চনকালে শ্রীভগবানকে উৎসর্গ করা হয়; সুতরাং উহা ধৌত না করিয়া পুনরায় সেবাকার্য্যে ব্যবহার করা অনুচিত।

৩। শঙ্খবাদন করিয়া তাহা ঠাকুরের আচমনপাত্রে ধৌত করিতে নাই, উহা মন্দিরের বহির্ভাগে ধৌত করা উচিত। কারণ উহাতে নিজের মুখের লালা ইত্যাদি সংলগ্ন হয়।

৪। মল-মূত্র ত্যাগের পর জল ব্যবহারদ্বারা শৌচ করা ও হস্ত-পদ ধৌত করিয়া মন্দিরে প্রবেশ কর্ত্তব্য।

৫। দেবোপরি ধৃত, মস্তকোপরি ধৃত, অধোবস্ত্রে ধৃত, অন্তর্জলে প্রক্ষালিত পুষ্পদ্বারা শ্রীহরির পূজা হয় না।

৬। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে ভগবৎপূজায় অধিকার হয় না।

৭। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ব্যতীত জপ, হোম, তপঃ, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধাদি সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হয়। বৈষ্ণবগণের প্রতিদিন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তির যে কোনস্থলে মৃত্যু হউক না কেন, তিনি চণ্ডাল হইলেও বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যাঁহার গৃহে মহাপ্রসাদ সেবন করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করেন।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের পরিমাণ—

দশাঙ্গুল পরিমাণ উত্তম হইতেও উত্তম, নবাঙ্গুলি মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুলি কনিষ্ঠ। নাসিকার তৃতীয় অংশ হইতে ললাটের শেষ পর্য্যন্ত তিলক করিবেন। অনামিকা দ্বারা তিলক কৃত হইলে বাঞ্ছিত ফল দান করেন। মধ্যমা আয়ুবৃদ্ধিকারী, তর্জ্জনী মুক্তিসাধনী এবং অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিপ্রদ।

৮। **প্রণাম-বিধি—**

স্ববামে প্রণমেদ্বিষ্ণুং দক্ষিণে গৌরী-শঙ্করৌ।
গুরুরগ্রে প্রণম্যেত অন্যথা নিষ্ফলো ভবেৎ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুকে স্বীয় বামে, হরগৌরীকে দক্ষিণে এবং গুরুদেবকে অগ্রে করিয়া প্রণাম করিবেন।

অপরাধ

ভক্তি-সাধকগণ বিশেষ করিয়া শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনকারিগণ সেবাপরাধ ও নামাপরাধকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবেন। যাহাতে ঐ সকল অপরাধ না হয় সে-বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

সেবাপরাধ

আগমোক্ত-সেবাপরাধ—(১) শিবিকাদি যানবাহনযোগে কিম্বা কোনপ্রকার পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক মন্দিরে গমন, (২) শ্রীভগবৎ-প্রীত্যর্থে ভগবানের জন্মাদিযাত্রা-মহোৎসব না করা।

শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে—(৩) প্রণাম না করা, (৪) একহস্তে প্রণাম, (৫) প্রদক্ষিণ, (৬) পাদ-প্রসারণ, (৭) পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (৮) শয়ন, (৯) ভোজন, (১০) মিথ্যাভাষণ, (১১) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, (১২) ইতর কথা আলোচনা, (১৩) রোদন, (১৪) কলহ, (১৫) কাহারও প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করা, (১৬) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, (১৭) পরনিন্দা, (১৮) পরস্তুতি, (১৯) অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, (২০) অপান বায়ু পরিত্যাগ, (২১) গুরু ব্যতীত অন্যকে প্রণাম বা অভিবাদন, (২২) শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন, (২৩) তাম্বূল চর্ব্বণ প্রভৃতি কার্য্য অপরাধ। (২৪) উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে অথবা অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম ও বন্দনাদি করা, (২৫) লোমকম্বল ধারণ করিয়া সেবাকার্য্যাদি করা, (২৬) বিত্তশাঠ্য অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিতে অল্প উপচারে বা অল্পব্যয়ে সেবাকার্য্য বা পূজা-উৎসবাদি করা, (২৭) অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ, (২৮) যে-কালে যে-ফল বা শস্য প্রভৃতি দ্রব্য, সেই সময়ে তাহা ভগবান্‌কে নিবেদন না করা, (২৯) সংগৃহীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য ভগবান্‌কে নিবেদন করা, (৩০) শ্রীগুরুর অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, (৩১) গুরুদেবের সম্মুখে আত্মপ্রশংসা ও (৩২) দেবতানিন্দা করা—সেবাপরাধ।

উক্ত ৩২ প্রকার সেবাপরাধ ব্যতীত আরও কয়েকটী বরাহপুরাণোক্ত অপরাধ যত্নসহকারে বর্জ্জনীয়, যথা—(৩৩) অন্ধকার-গৃহে শ্রীবিগ্রহকে স্পর্শ করা, (৩৪) বিনাবাদ্যে দারোদ্ঘাটন, (৩৫) বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীবিগ্রহ-সেবা,

(৩৬) কুক্কুরদৃষ্ট দ্রব্য শ্রীভগবানকে নিবেদন, (৩৭) পূজাকালে মৌনী না থাকা, (৩৮) দন্তধাবন না করিয়া পূজা, (৩৯) অযোগ্য-পুষ্পে পূজা, (৪০) সম্ভোগান্তে পূজা, (৪১) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শান্তে পূজা, (৪২) শব স্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪৩) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, অপরের ব্যবহৃত ও মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা, (৪৪) মৃত দর্শনান্তে পূজা, (৪৫) ক্রোধ করিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ও সেবাপূজা করা, (৪৬) শ্মশানে গমন করিয়া পূজা, (৪৭) গাত্রে তৈল মাখিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ও সেবা, (৪৮) এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্পের দ্বারা পূজা, (৪৯) ভূমিতে বা পীঠে উপবেশনপূর্ব্বক পূজা, (৫০) পর্য্যুসিত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন, (৫১) পূজাকালে নিষ্ঠীবন (থুতু) ত্যাগ, (৫২) নিজে বড় পূজক বলিয়া অভিমান, (৫৩) তির্য্যকপুণ্ড্র ধারণ, (৫৪) পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, (৫৫) স্নান করাইবার সময় বামহস্তদ্বারা শ্রীবিগ্রহস্পর্শ, (৫৬) অবৈষ্ণবপাচিত-অন্ন ভগবানকে নিবেদন, (৫৭) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহের পূজা, (৫৮) ঘর্ম্মাক্তদেহে পূজা, (৫৯) কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা, (৬০) নির্ম্মাল্য উল্লঙ্ঘন, (৬১) শ্রীভগবানের নাম লইয়া শপথ, (৬২) শ্রীভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদরপূর্ব্বক অন্যশাস্ত্রে সমাদর, (৬৩) আসুরকালে পূজা, (৬৪) নখ-ডুবান জলে অর্চ্চন।

নামাপরাধ

(১) শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ সাধুগণের নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবাদি দেবতা এবং শ্রীহরিনাম হইতে শিবনামাদির স্বতন্ত্রতা বিচার অর্থাৎ অন্যদেবে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে ভেদবুদ্ধি, (৩) নামতত্ত্ববিদ্ গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও সাত্বত পুরাণাদির নিন্দা, (৫) শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা, (৬) শ্রীভগবন্নাম-সকলকে কল্পিত মনে করা, (৭) নামবলে পাপপ্রবৃত্তি, (৮) অন্যান্য শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের সাম্যজ্ঞান ও নামগ্রহণে অনবধান বা আলস্য, (৯) শ্রদ্ধাহীন ও হরিবিমুখ ব্যক্তিকে হরিনাম উপদেশ করা ও (১০) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি', 'আমার' দেহাত্মবোধযুক্ত হইয়া নামে প্রীতি বা অনুরাগরহিত হওয়া।

পরিশিষ্ট

অর্চ্চন-বিষয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্ব

'আগমে' কথিত 'আবাহন' প্রভৃতি ক্রমবিশিষ্ট যে-সকল কৃত্য আছে, তাহাকে 'অর্চ্চন' বলে। 'আগম' বলিতে বেদানুগ সাত্বত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র বুঝায়।

'আ'গতং শিব-বক্ত্রেভ্যো 'গ'তঞ্চ গিরিজা-শ্রুতৌ।
'ম'তঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥

অর্থাৎ যাহা শ্রীশিবের মুখ হইতে আগত, শ্রীপার্ব্বতীর কর্ণ-গত ও শ্রীবাসুদেবের সম্মত, তাহাই 'আগম' বলিয়া কথিত হয়। '**আ**গত', '**গত**' ও '**মত**'—এই তিন শব্দের আদি অক্ষর-ত্রয়যোগে 'আগম'-শব্দ নিষ্পন্ন।

এক্ষণে 'আবাহন' প্রভৃতি ক্রমের বিষয় বলা হইতেছে—১) আবাহন, ২) সংস্থাপন, ৩) সন্নিধাপন, ৪) সন্নিরোধন, ৫) সকলীকরণ, ৬) অবগুণ্ঠন, ৭) অমৃতীকরণ, ও ৮) পরমীকরণ। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৬ষ্ঠ বিলাস, ২৮-৩১ সংখ্যা) ধৃত আগম-বাক্যে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

আবাহনঞ্চাদরেণ সংমুখীকরণং প্রভোঃ।
ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্॥
তবাস্মীতি তদীয়ত্ব-দর্শনং সন্নিধাপনম্।
ক্রিয়া-সমাপ্তি-পর্য্যন্তং স্থাপনং সন্নিরোধনম্॥
সকলীকরণঞ্চোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গ-প্রকাশনম্।
আনন্দঘনতাত্যন্ত-প্রকাশো হ্যবগুণ্ঠনম্॥
অমৃতীকরণং সর্ব্বৈরেবাঙ্গৈরবরুদ্ধতা।
পরমীকরণং নামাভীষ্ট-সম্পাদনং পরম্॥

সাদরে প্রভুকে সংমুখীকরণের নাম 'আবাহন'। ভক্তির সহিত তাঁহাকে স্থাপনের নাম 'সংস্থাপন'। 'তবাস্মি' অর্থাৎ 'হে প্রভু, আমি তোমার'—এইরূপে নিজেকে তদীয় দাসরূপে উপলব্ধির নাম 'সন্নিধাপন'। অর্চ্চন-সমাপ্তিকাল-পর্য্যন্ত

স্থাপনের নাম 'সন্নিরোধন'। প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ-প্রকাশের নাম 'সকলীকরণ'। অতীব গাঢ় আনন্দ-প্রকাশের নাম 'অবগুণ্ঠন'। সকল অঙ্গদ্বারা অবরুদ্ধ করার নাম 'অমৃতীকরণ' এবং অভীষ্ট-সম্পাদনের নাম 'পরমীকরণ'।

দীক্ষিত বৈষ্ণব-মাত্রেরই অর্চ্চনাধিকার

দীক্ষিত বৈষ্ণবমাত্রেরই অর্চ্চনে অধিকার আছে। ইহাতে স্ত্রী-শূদ্রাদির বিচার নাই। যথা শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৯৮ অনুচ্ছেদ) ধৃত প্রমাণ-বাক্য—

''অথার্চ্চনাধিকারি-নির্ণয়ঃ (ভাঃ ১১।২৭।৪)—'**এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্। শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রানাঞ্চ মানদ॥**'''

অনন্তর অর্চ্চনাধিকার নির্ণিত হইতেছে—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—হে মানদ, এই অর্চ্চন সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্ববিধ আশ্রম এবং স্ত্রী-শূদ্রগণের সম্বন্ধেও উত্তম শ্রেয়োরূপে সম্মত মনে করি।

শাস্ত্রে শূদ্রাদি-পূজিত প্রতিমার পূজা-নিষেধ দৃষ্ট হয়। সুতরাং কেহ কেহ আপনাকে ব্রাহ্মণাভিমানে শূদ্রাদি-পূজিত প্রতিমাকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করেন না। কিন্তু যদি শূদ্রকুলে আবির্ভূত অথচ বৈষ্ণব-গুরুর নিকট দীক্ষিত ব্যক্তির অর্চ্চিত শ্রীমূর্ত্তি হয়, তবে তথায় দণ্ডবৎপ্রণাম বা পূজা না করিলে অপরাধ হয়। এ-সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেন—

''অত্র শূদ্রাদি-পূজিতার্চ্চা-পূজা-নিষেধ-বচনমবৈষ্ণব-শূদ্রাদি-পরমেব,—'**ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥**' ইত্যুক্তেঃ। ✶ ✶ ✶ অন্যত্র তু '**মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী**', '**নায়ং সুখাপো ভগবান্**' ইত্যাদৌ, '**মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্**' ইত্যাদৌ চ, ভক্তস্যৈব ততোপ্যুৎকর্ষঃ, কিমুতঃ তদুপাস্যায়াঃ শ্রীমদর্চ্চায়াঃ। অতএব তামুদ্দিশ্যোক্তম্ '**নানু ব্রজতি যো মোহাৎ**' ইত্যাদি।'' (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৬ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ, শূদ্রাদি-পূজিত প্রতিমার যে পূজা-নিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা অবৈষ্ণব শূদ্রাদি-সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—'ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন। পরন্তু যাহারা শ্রীহরির ভক্ত নহে, তাদৃশ সর্ব্ববর্ণগত ব্যক্তিই শূদ্ররূপে জ্ঞাতব্য।' ✶ ✶ ✶ অন্যত্র—'অভক্ত চতুর্ব্বেদীও আমার প্রিয় নহেন', 'এই ভগবান্ ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ সুখলভ্য' এবং 'মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও'—ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানি-অপেক্ষাও

ভক্তের উৎকর্ষ বলা হইয়াছে। অতএব তৎকর্ত্তৃক উপাস্য শ্রীমূর্ত্তির উৎকর্ষ-বিষয়ে আর কি বক্তব্য? এইজন্যই সেই শ্রীমূর্ত্তির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণুবিগ্রহের অনুগমন না করে, সেই ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সকল কর্ম্ম দগ্ধ করিলেও ব্রহ্মরাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হয়।'

দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য

দীক্ষিত ব্যক্তিগণের অর্চ্চন না করিলে নরকগতি হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—"**এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্। অপূজ্যভোজনং কুর্ব্বন্নরকাণি ব্রজেন্নরঃ॥**" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত)। অর্থাৎ, পুরুষ দিবসে এক, দুই বা তিনবার শ্রীহরির পূজা করিবেন। তাঁহার পূজা না করিয়া ভোজন করিলে নরকগমন হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"**কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে। তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্॥**" 'হে রাজন্, যাহার গৃহে শ্রীহরির অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, তাহার অন্ন ভক্ষণযোগ্য নহে; যেহেতু তাহা অভক্ষ্য-তুল্য কথিত হইয়াছে।'

অন্যের দ্বারা অর্চ্চন-সম্পাদন নিকৃষ্ট

সম্পত্তিশালী গৃহস্থগণ বহু ভৃত্যাদি রাখিতে পারেন কিংবা তাঁহারা শারীরিক কঠোরতা সহনে অসমর্থ বলিয়া ভাড়াটিয়ার বা অপরের দ্বারা অর্চ্চন করাইবেন, তাহা নহে। নিজেরাই স্বহস্তে অর্চ্চন করিবেন। জগতে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রীহরির দাসানুদাস, সুতরাং সকলের পক্ষেই নিজহস্তে অর্চ্চন বিধেয়। অপরদ্বারা অর্চ্চন করিলে নিজের বিষয়াদি-ব্যবহারে নিষ্ঠা ও অর্চ্চনে আলস্য প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব অশ্রদ্ধাময় বলিয়া সে-অর্চ্চন **নিকৃষ্টই** জানিতে হইবে—"পরদ্বারা তৎসম্পাদনং ব্যবহার-নিষ্ঠত্বস্যালসত্বস্য বা প্রতিপাদকম্; ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্ধীনমেব তৎ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৩ অনুচ্ছেদ)।

মহারাজ পৃথু, অম্বরীষ প্রভৃতি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও স্বহস্তে শ্রীহরির মন্দির-মার্জ্জনাদি সেবা করিয়াছেন, শ্রীবৈষ্ণবগণের সেবা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থলীলায় স্বহস্তে শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীতুলসীর অর্চ্চন করিয়াছেন; শ্রীশচীদেবী, শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী শ্রীসীতাদেবী—সকলেই অর্চ্চন করিয়াছেন। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ভার্য্যা কেবলমাত্র বেড়াইবেন বা

বিলাসে ব্যস্ত থাকিবেন, অথবা অনভ্যাসবশতঃ ভাড়াটিয়া পাচকের দ্বারা ভগবন্নৈবেদ্য রন্ধন করাইবেন, তাহা নহে। **নৈবেদ্য-রন্ধনও অর্চ্চনের একটী বিশেষ অঙ্গ।** স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসীতাদেবী, শ্রীপার্ব্বতী, শ্রীদ্রৌপদী, শ্রীশচীদেবী, শ্রীপদ্মাবতী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণী প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণু-শক্তি ও বৈষ্ণবীগণ সকলেই স্বহস্তে নৈবেদ্য রন্ধন করিয়াছেন। ভাড়াটিয়া পাচক-ব্রাহ্মণ বা ভৃত্যের দ্বারা নৈবেদ্যাদির রন্ধন করানো অত্যন্ত অপরাধজনক।

অসামর্থ্য-ক্ষেত্রে কি করণীয়

যে গৃহস্থ সম্পত্তিবান্ নহেন, কিংবা অতি দরিদ্র, তিনি সামান্য জল-তুলসীর দ্বারা ভক্তিভরে অর্চ্চন করিলেই শ্রীভগবান্ তাহাতে সন্তুষ্ট হন,—

"**বিধিনা দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ।**
ফলং দদাতি সুলভং সলিলেনাপি পূজিতঃ॥"

(শ্রীমধ্বমুনি-রচিত কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব)

কোনরূপ আয়োজন-বিশেষের সংযোগ-সামর্থ্য না থাকিলে কেবলমাত্র জল দ্বারাও সজ্জন-অনুমোদিত বিধানে পূজিত হইলে শঙ্খচক্রধারী দেবদেবেশ শ্রীহরি সহজেই ফল প্রদান করেন।

যদি শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থতা-হেতু কিংবা কোনরূপ অসমর্থতা-হেতু কখনও স্বয়ং অর্চ্চন করিবার পক্ষে অসুবিধা ঘটে, তখন অর্চ্চনকারীর কি কর্ত্তব্য, তাহাও শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন—

"অশক্তমযোগ্যং প্রতি চাগ্নয়ে—'**পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্। শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥**' ইতি। যোগোঽত্র পঞ্চরাত্র্যাদ্যুক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ। ক্বচিদত্র মানসপূজা চ বিহিতাস্তি; তথা চ পাদ্মোত্তর-খণ্ডে—'**সাধারণং হি সর্ব্বেষাং মানসেজ্যা নৃণাং প্রিয়ে**' ইতি।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ অসমর্থ ও অযোগ্য পুরুষের সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে—'যিনি পূজিত শ্রীবিগ্রহ বা পূজাকালে ভক্তিসহকারে শ্রীহরির দর্শন করেন এবং যিনি শ্রদ্ধাদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন, তিনিও যোগের ফললাভ করিয়া থাকেন।' এস্থলে 'যোগ'-শব্দের অর্থ পঞ্চরাত্রাদি-নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ অর্চ্চন। অসমর্থ-

স্থলে কোনক্ষেত্রে মানসপূজাও বিহিত হইয়া থাকে। যথা পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ডে —'হে প্রিয়ে, মানস-পূজা সমস্ত মানবগণের সম্বন্ধে সাধারণ জানিতে হইবে।'

অর্চ্চন—দুই প্রকার

অর্চ্চন দ্বিবিধ—১) কেবল ও ২) কর্ম্মমিশ্র। যিনি শীঘ্র সংসার-মোচন অভিলাষ করেন, তিনি পাঞ্চরাত্রিক বিধানক্রমে "**শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি-সেবনে**"—এই বাক্যানুসারে শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় প্রীতির সহিত শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া থাকেন। ইহা 'কেবল অর্চ্চন'।

আর যাহাদের লৌকিক ব্যবহারে চেষ্টার আতিশয্য ও অনুরাগ আছে, দেহাত্মবোধ আছে, অর্চ্চনে লৌকিক শ্রদ্ধামাত্র আছে কিন্তু প্রীতি নাই, তাহারা কখনও কখনও নিজেরাও অর্চ্চন করেন, কখনও বা অপরকে অর্চ্চন করিতে বলেন, তথাপি তাহাদের অর্চ্চন কর্ম্মমিশ্র। তাঁহাদের সম্মন্ধেই শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক বলা হইয়াছে—

"**অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।**
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃত স্মৃতঃ॥"

(ভাঃ ১১।২।৪৭)

লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত ও হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবেকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি 'প্রাকৃত ভক্ত'।

কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনের স্বরূপ

কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনের ব্যবস্থা দুইপ্রকার ঃ—১) সর্ব্বত্র অন্তর্যামী শ্রীভগবানের দর্শন-সহকারে সর্ব্ব-আরাধন এবং ২) বিষ্ণুপাদোদক ও বিষ্ণুনৈবেদ্যান্ন প্রভৃতি দ্বারা পিতৃতর্পণ ও দেবতান্তরে পূজা। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রাদিতে সর্ব্বত্র অন্তর্যামী শ্রীভগবানের দর্শন-সহকারে সর্ব্ব-আরাধন লিখিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীবিষ্ণুযামলাদিতে শ্রীবিষ্ণুপাদোদক-দ্বারাই পিতৃতর্পণ ও শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্যান্ন-দ্বারাই দেবতান্তর-পূজার বিধি কথিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের পীঠাবরণ-পূজায় গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি—যাঁহারা পূজ্যরূপে বর্ত্তমান, তাঁহারা বিষ্বক্সেন প্রভৃতির ন্যায় শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নিত্যসেবক। তাঁহারা মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বাক্য

হইতে জানা যায় যে, সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গজানন, শঙ্খনিধি, পদ্মনিধি প্রভৃতি চতুর্থ আবরণ। পাদ্মোত্তর-খণ্ডে বলা হইয়াছে যে, অবৈদিক দেবগণের অর্চ্চন এবং বৈদিক দেবগণেরও স্বতন্ত্র-রূপে অর্চ্চন (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে শ্রীবিষ্ণুরই ন্যায় ভগবান্, কেবল নাম, রূপ-ভেদ মাত্র—এই বিচারে অর্চ্চন) পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৈদিক দেবতাগণকেও শ্রীবিষ্ণুর সহিত সমান জ্ঞান করিলে ভীষণ অপরাধ হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীলীলাকে অনিত্য বিচার করেন, তাঁহারা বৈদিক দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-রূপে অর্চ্চন করিবার কথা বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাত্বত-শাস্ত্র অবৈদিক দেবগণের অর্চ্চন ও বৈদিক দেবগণের স্বতন্ত্র অর্চ্চন—উভয়ই পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। প্রথমতঃ জগৎপূজ্য শ্রীনারায়ণের পূজা করিয়া তৎপরে তদীয় আবরণ-দেবসমূহের পূজা করাই কর্ত্তব্য। শ্রীহরির নৈবেদ্যাবশেষ তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে ও তদুচ্ছিষ্ট-দ্বারাই হোম করিতে হইবে—ইহাই শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি।

ভূতাদি-পূজা তদীয়াঙ্গ-পূজারূপে কথিত হইলেও তাহা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু তাহারা শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতাস্বরূপ নহে। পদ্মপুরাণে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য-পূজ্য অন্যান্য দেবগণের মধ্যেও যদি কেহ মদ্যাদি-সেবনের লীলা করিয়া থাকেন, তথাপি ঐ-সকল দ্রব্যের দ্বারা পূজা কর্ত্তব্য নহে। যেমন, ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণের লীলা-মধ্যে মদ্যপান দেখা গেলেও পূজায় তাহা নিষিদ্ধ। কিন্তু ভগবৎপূজায় তাম্বূল-প্রদান অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবাপরাধীর কৃত পূজা ভগবানের অগ্রাহ্য

শ্রীবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ থাকিলে শ্রীভগবান্ কখনও তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন না। শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু এ-সম্বন্ধে বলেন—

"মহতামনাদরস্তু সর্ব্বনাশক ইত্যাহ (ভাঃ ৪।৩১।২১) '**ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং হরিরধনাত্মধন-প্রিয়ো রসজ্ঞঃ। শ্রুত-ধন-কুল-কর্ম্মণাং মদৈর্যে বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥**'" (ভক্তিসন্দর্ভ ৩০১ অনুচ্ছেদ)।

মহাজনগণের অনাদর সর্ব্ববিনাশক—এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে,—'যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, সৎকুল এবং সৎক্রিয়া-জনিত গর্ব্বহেতু অকিঞ্চন সজ্জনগণের প্রতি পাপাচরণ করে, অধনাত্মনধন-প্রিয় (অধন অর্থাৎ অকিঞ্চন ও

আত্মধন অর্থাৎ ভগবান্‌ই একমাত্র ধন, এরূপ বৈষ্ণব-প্রিয়) রসজ্ঞ শ্রীহরি তাদৃশ কুমনীষিগণের পূজা গ্রহণ করেন না।' মহাজনগণের প্রতি অনুষ্ঠিত অপরাধ স্তুতিবাক্যের দ্বারা অথবা তাঁহাদের প্রীতির জন্য সম্পাদিত নিরন্তর দীর্ঘকাল শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া ক্ষমা করাইতে হইবে—যেহেতু তাঁহাদিগের প্রসাদ-ব্যতীত উক্ত অপরাধের ক্ষমা নাই।

প্রাকৃত লোকের কৃত পূজা দোষযুক্ত বলিয়া তথায় চরণামৃত-প্রসাদাদি অগ্রাহ্য

আচার্য্য শ্রীরামানুজ বলেন—

"ন গ্রাহয়েদ্ বিষ্ণুতীর্থং প্রাকৃতানাং গৃহেষু চ।
প্রাকৃতানাং নিবাসস্থান্ ন সেবেদ্বিষ্ণু-বিগ্রহান্॥"

অর্থাৎ, 'প্রাকৃত লোকের গৃহস্থিত শ্রীশালগ্রাম-শিলার চরণামৃত গ্রহণ করিবে না, প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের গৃহস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহের সেবা করিবে না।' এই উক্তির তাৎপর্য্য এই নহে যে, উক্ত গৃহস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিতে হইবে। যেরূপ প্রাকৃত ব্যক্তির উচ্চারিত শ্রীনামাক্ষর শ্রীনামাবতার নহেন অর্থাৎ নামগ্রহণ-প্রণালীতে অপরাধ নিহিত আছে, কিন্তু নামতত্ত্বে কোন অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীঅর্চ্চাবতারের সেবাভিনয়-প্রণালীতে অপরাধ থাকায় সেই সেবার আদর করিতে হইবে না। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ স্বয়ম্ভু শ্রীশালগ্রাম যেস্থানেই অবস্থান করুন, তথায় তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব অব্যাহত। তথাপি প্রাকৃত লোক সেই শালগ্রামের অর্চ্চনের ছলনা করিয়া যে চরণামৃত-প্রসাদাদি (?) প্রদান করে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে না—ইহাতে কোন অপরাধের আশঙ্কা নাই। কারণ, প্রাকৃত লোকের চিত্ত অপরাধপূর্ণ বলিয়া শ্রীভগবান্ তাহার অর্চ্চন বা নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করেন না।

তবে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ যে-কোন ব্যক্তির দ্বারা পাচিত বা প্রদত্ত হউক না কেন, তাহাই অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপদাঙ্কানুসরণে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীপুণ্ডরিক বিদ্যানিধি প্রভৃতি মহাজনগণের দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেব আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

অনেকে বলেন, অতি প্রাচীন বিগ্রহ, যাঁহার সেবাপূজা ৩০০ বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, সেই শ্রীবিগ্রহের মহাপ্রসাদ অবিচারে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অর্চ্চন-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের বিবিধ উপদেশ

"বিলাতী চিনি বা মিশ্রিত ঘৃত অপবিত্র; দেশী খাঁটি চিনি ও অবিমিশ্র ঘৃত পবিত্র। পবিত্র ও অপবিত্র উভয় দ্রব্যই জড়বস্তু। হৃদয়ে ভাবের সহিত দ্রব্যাদি না দিলে ভগবান্ পবিত্র ও অপবিত্র কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না। সেবাপরাধ যাহাতে না হয়, তদ্রূপ করিয়া সেবা করা কর্ত্তব্য।"

(প্রভুপাদের পত্রাবলী; ১ম খণ্ড, ২য় পত্র)

"পবিত্র ও অপবিত্র—উভয় বস্তু জড়, সত্য; কিন্তু ভগবৎসেবা-সম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণে পবিত্র বস্তু, রজস্তমোগুণে অপবিত্রতা আবদ্ধ। সত্ত্বগণ-দ্বারা রজস্তমো নিরাশ করিতে হইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বেই অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্র বুদ্ধিবিচার অর্থাৎ রজস্তমো-গুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার, পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান্ গ্রহণ করেন না, তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পবিত্রতা অবশ্যই বিচার্য্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।" (প্রভুপাদের পত্রাবলী; ১ম খণ্ড, ৩য় পত্র)

"পবিত্র ও অপবিত্র সংজ্ঞা দুইটী সম্বন্ধে কর্ম্মিগণ যাহাকে 'পবিত্র' বলেন, ভক্তগণের নিকট তাহার পবিত্রতা না থাকিতে পারে; আবার, কর্ম্মিগণের বিচারের 'অপবিত্র' বস্তু ভক্ত 'পবিত্র' জ্ঞান করেন। 'অপবিত্র'-শব্দে 'অমেধ্য বুঝাইলে তাহা কখনই ভগবান্‌কে কেহ নিবেদন করিতে পারেন না। ✶ ✶ ✶ কোন অপবিত্র বস্তু ভগবন্নিবেদিত বলিয়া কেহ দিতে আসিলে তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্ত-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। **যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।**" (প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ পত্র)

"শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গৃহস্থগণের করা কর্ত্তব্য; তবে **যে-সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁহারা অর্চ্চনকারীদিগকেও**

আদর করেন। ✶ যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অর্চ্চন করেন না, তাঁহাদের বিত্তশাঠ্য দোষ হয়। **কদর্য্যচরিত্র, বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক।**" (প্রভুপাদের পত্রাবলী; ২য় খণ্ড, ২২শ পত্র)

"পরদ্বারা অর্চ্চন ও রন্ধন শোভনীয় নহে। তবে বিপাকে পড়িলে আতুরাবস্থায় কোন দিন উহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু উহা বিধি হইতে পারে না। ✶ ✶ ✶ "দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধ্যতি"—বিচার যখন আমরা অসমর্থপক্ষে গ্রহণ করি, তখন সমর্থপক্ষে ঐ দ্রব্য গ্রহণ করা আলস্যেরই পরিচায়ক। ✶ ✶ ✶ কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হউক্, নতুবা ব্যবহারিক জীবন God-less বিচারপূর্ণ হইয়া যাইবে। God-loving হইলেই কৃষ্ণের জন্য রসুই করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদ দিতে মন যায়, নতুবা নহে। কোন দিন ভক্তসেবায় বিমুখ হইতে হইবে না।" (প্রভুপাদের পত্রাবলী; ৩য় খণ্ড, ৩য় পত্র)

আলেখ্য সম্বন্ধে সতর্কতা

অনেক সময় আমরা গৃহের বৈঠকখানা সাজাইবার জন্য মহাপুরুষগণের চিত্র কিংবা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতির আলেখ্য, তৈলচিত্র প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া থাকি, কিন্তু শ্রমশাঠ্য ও বিত্তশাঠ্য-হেতু তাঁহাদের অর্চ্চন করি না। ইহা বিশেষ অপরাধের নিদর্শন। শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিকে প্রাকৃত দৃশ্য ও চিত্রপটের ন্যায় বৈঠকখানা সাজাইবার উপকরণরূপে পরিণত করা অত্যন্ত অপরাধ। তবে যে-স্থানে সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীআলেখ্য-অর্চ্চার সেবা হয়, সেইরূপ কীর্ত্তন-সঙ্ঘারামে আলেখ্য অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। আলেখ্যের সম্মুখে শয়ন, পাদ-প্রসারণাদি অপরাধজনক।

✶ কারণ, তাঁহারা জানেন—অর্চ্চন বিশেষ অধিকারে বিশেষ মঙ্গল উৎপন্ন করে। সদ্গুরুচরণাশ্রিত সাধক প্রচুর অর্চ্চন-নিষ্ঠাবশে সেবোন্মুখতা লাভ করিবার ফলেই তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা বিরাজ করে ও তিনি ক্রমশঃ ভাবসেবায় অধিকার লাভ করেন—"**যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।**"